CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-136 ■ 22 February, 2025 ■ আগরতলা ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ৯ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভাষাগত বৈচিত্রেই আমাদের ঐক্যের মূল ভিত্তি ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার বলেন যে ভারতীয় ভাষার মধ্যে কখনও কোনও বৈরিতা ছিল না। ভাষা সবসময় একে অপরকে গ্রহণ করেছে এবং সমৃদ্ধ করেছে। অনেক সময় ভাষার নামে আলাদা করার চেষ্টা করা হয়। তিনি বলেন, সকল প্রকার ভ্রান্ত ধারণা থেকে দূরে থেকে ভাষাকে সমৃদ্ধ করা ও গ্রহণ করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। আজ আমরা দেশের সব ভাষাকেই মূলধারার ভাষা হিসেবে দেখছি। মারাঠি সহ সমস্ত প্রধান ভাষায় শিক্ষার বিকাশের প্রচার করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত ৯৮তম অখিল ভারতীয় মারাঠি সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, আমাদের ভাষাগত বৈচিত্র্য আমাদের ঐক্যের মৌলিক ভিত্তি। আজ ভারত বিশ্বের প্রাচীনতম জীবন্ত সভ্যতার একটি। এর কারণ আমাদের ক্রমাগত বিবর্তন। আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ধারণা যোগ করছি। নতুন পরিবর্তনকে স্বাগত জানানো হয়। বিশ্বের মধ্যে ভারতে সবচেয়ে বড় ভাষাগত বৈচিত্র্য তার প্রমাণ।

মারাঠি ভাষার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আজ আমরাও গর্বিত হব যে একজন মারাঠি-ভাষী মহাপুরুষ ১০০ বছর আগে মহারাষ্ট্রের মাটিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বীজ বপন করেছিলেন। আজ এটি একটি বটবৃক্ষ হিসেবে শতবর্ষ উদযাপন করছে। তিনি বলেন, আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আমার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেশের জন্য বাঁচার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তিনি বলেন, ভারতের মহান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে গত ১০০ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ একটি সংস্কার যজ্ঞ পরিচালনা করে আসছে। সংঘের কারণেই আমি মারাঠি ভাষা ও মারাঠি ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছি। এই সময়েই মারাঠি ভাষাকে অভিজাত ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেছেন যে মারাঠি ভাষাকে 'ধ্রুপদী' ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং বলেন যে ভারতে এবং সারা বিশ্বে ২০ কোটি মানুষ মারাঠি ভাষায় কথা বলে, এটা আশ্চর্যজনক যে মারাঠি ভাষাকে এই মর্যাদা পেতে এতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তিনি মারাঠিকে একটি সম্পূর্ণ ভাষা হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, আজ দিল্লির মাটিতে মারাঠি ভাষার এই গৌরবময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সর্বভারতীয় মারাঠি সাহিত্য সম্মেলন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্বায়নের যুগেও মাতৃভাষার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগেও মাতৃভাষার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। মাতৃভাষা হচ্ছে যেকোন জাতির পরিচয়। মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে কোনও জাতি কখনো সমৃদ্ধ হতে পারবে না। আজ আগরতলা টাউনহলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। উল্লেখ্য, এ বছর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ২৫তম বর্ষ পালন করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বলেন, মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি হচ্ছে পরম শ্রদ্ধার বিষয়। এগুলোকে ভুলে গিয়ে কোনও জাতি উন্নতি করতে পারবে না। শিশু তার মায়ের কাছ থেকেই প্রথমে মাতৃভাষা শিখে। মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার মনের ভাবকে সহজ সরলভাবে প্রকাশ করতে পারে। তাই আজ সকলকে নিজের মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করে অন্য ভাষাকেও সমৃদ্ধ করার শপথ নিতে হবে। কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেছেন। রাজ্য সরকারও রাজ্যের সব ভাষাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে তা রক্ষা করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। অনুষ্ঠানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নানা অনুষ্ঠানে রাজ্যে পালিত আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, কৈলাসহর, ২১ ফেব্রুয়ারি।। যথাযোথ্য মর্যাদায় শিবনগরস্থিত আমরা বাঙালী রাজ্য কার্যালয়ের সামনে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি তথা আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা দিবস পালিত হয়েছে। আজ গোটা বিশ্ব জুড়ে প্রতিটি ভাষা প্রেমী মানুষেরা নিজ নিজ মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য নতুন করে শপথ নেবার দিন। আমরা বাঙালী রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আগরতলা সহ খোয়াই, কমলপুর, কল্যাণপুর,ধর্মনগর তেলিয়ামুড়া, আমবাসা,চুড়াইবাড়ি, পানি সাগর, জোলাইবাড়ি সহ রাজ্যের সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদায় বাহান্নর ও ১৯৬১ সালের ১৯ শে মে শিলচরে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়েছে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আমরা বাঙালী দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল বলেন, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশে উর্দু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলাকে অবদমন করে বল পূর্বক উর্দু চাপিয়ে দিতে চাইলে, এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে বাংলার দামাল ছেলে মেয়েরা। এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের হানা দারিদের হাতে সালাম, বরকত রফিক জব্বার প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য।একেই ভাবে ওপার বাংলার অসমে অসম সরকার বাংলা ভাষাকে কেড়ে নিতে চাইলে বরাকের বাঙালীরা এর বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলেন।এই আন্দোলন করতে গিয়ে এগারো জন শহীদ হন। তাদের প্রতিও আজ আমরা বাঙালী দলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

তিনি আরও বলেন, অথচ এই বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার জন্য এপার বাংলা ওপার বাংলায় একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আমরা দেখলাম পাশ্ববর্তী দেশ যেই দেশ ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য একটি দেশের জন্ম দিয়েছে।সেই দেশেও উর্দু বাদীদের চক্রান্তের শিকার হয়ে সেই দেশের সরকার পরিবর্তন হয়েছে। নূতন সরকার বাংলা ভাষার প্রতি কিছুটা মুখ ফিরিয়ে উর্দু চাপিয়ে দেয়ার অপকৌশল শুরু করেছে।

এদিকে, ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে গতকাল কৈলাসহর প্রেসক্লাবে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সেই সাথে অনুষ্ঠিত হয় প্রশাসনিক শিবিরও। প্রশাসনিক শিবিরে সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রদান করা হয় আধার কার্ড ইনকাম সার্টিফিকেট ইত্যাদি। তাছাড়া স্বাস্থ্য শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়।

রক্তদান শিবিরের ১১জন রক্ত দান করেন। উপস্থিত ছিলেন এসডিএম প্রদীপ সরকার, পুর পরিষদের চেয়ারম্যান চপলা দেবরায় ভাইস-চেয়ারম্যান নীতিশ দে প্রমুখ রা। আজ বিকালে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রেস ক্লাবে পালন করা হয়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদ চেয়ারম্যান চপলা দেবরায়, এস ডি এম প্রদীপ সরকার ও ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে প্রমুখ রা। মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেন ডঃ অয়ন রায় সত্যাজিৎ দও প্রমুখ রা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সুকান্ত ভট্টাচার্য্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি জামাল উদ্দিন।

অপরদিকে, যথাযোগ্য মর্যাদায় আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন অফিসে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার অফিসের অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

তাছাড়া, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এদিন বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনারের অফিসে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনর্মিত রাখা হয়। এদিন আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নৌপথে ত্রিপুরাকে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ

গোমতী নদীতে ড্রেজিং শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরাকে বাংলাদেশের সাথে অভ্যন্তরীণ নৌপথে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে গোমতী নদীতে ড্রেজিং শুরু হয়েছে। প্রতিবেশী দেশটির সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নতুন পথ খোলার উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সময়ে অনুমোদিত হয়েছিল।

মাতাবাড়ি বিধানসভার বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বলেন, "এই রুটটি ত্রিপুরাকে বিশ্বের অভ্যন্তরীণ নৌপথ সংযোগের মানচিত্রে স্থাপন করতে সহায়ক হবে। রাজ্যটি বাংলাদেশের সঙ্গে এবং পরবর্তীতে কলকাতার সঙ্গে নৌপথে সংযুক্ত হবে। অভ্যন্তরীণ নৌপথ পরিবহণ সম্ভব করতে যে পরিকাঠামো উন্নয়ন চলছে তা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন।"

তিনি আরও জানান, গোমতী নদীতে ড্রেজিং এক মাস আগে শুরু হয়েছে। "বর্তমানে মহারাণী এলাকা থেকে ড্রেজিং হচ্ছে। এটি ধিরে ধিরে সীপাহিজলা জেলার সোনামুড়া পর্য্যন্ত করা হবে। কারণ ওই এলাকা দিয়েই সীমান্তবর্তী নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ৫৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ড্রেজিং প্রকল্পের জন্য ১৯.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আমরা আশা করছি, পুরো কাজ এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। নদী রুটটি বাংলাদেশে দাউদকান্দি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হবে," বিধায়ক উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, এই নদী রুটটি ২০২০ সালে ইন্দো-বাংলাদেশ প্রোটোকল রুট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। "ড্রেজিং শেষ হলে, ছোট জাহাজগুলি ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশ এবং কলকাতার মধ্যে চলাচল করতে পারবে। পরিবহণ খরচ অনেকটাই কমে যাবে এবং সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য এটি একটি লাভজনক প্রকল্প হবে," তিনি বলেন।

বিরোধীদের সমালোচনায় তিনি বলেন, বিরোধীরা এই প্রকল্পটিকে প্রথমে অযৌক্তিক বলে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু যখন এটি বাস্তবায়িত হবে, তখন তাদের মুখ দেখতে চাই, কটাক্ষ করেন তিনি। এদিকে, গোমতী নদীতে ড্রেজিং সম্পূর্ণ হলে বন্যা মোকাবিলা এবং সেচ ব্যবস্থায় যথেষ্ট উপকার হবে, এমনটাই আশাবাদী ত্রিপুরা সরকার।

ভারত - পাকিস্তান পতাকা বৈঠকে শান্তি বজায় রাখতে ঐক্যমত

জম্মু, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টরে সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার চক্কন-দা-বাগ ক্রসিং পয়েন্টে ভারত ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় ৭৫ মিনিট ধরে চলা এই বৈঠক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়। উভয় পক্ষ সীমান্তে শান্তি বজায় রাখার বৃহত্তর স্বার্থে একমত হয়েছে।

অহেতুক সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা দমাতে পাকিস্তানি বাহিনীকে জানানো হয়। ব্রিগেড-কমান্ডার স্তরের এই ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে দুই তরফেই শান্তি বজায় রাখার বিষয়ে একমত হয়েছে।

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের উদ্বোধন হতে পারে ৭ এপ্রিল অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। আগামী এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে প্রসাদ প্রকল্পে নির্মিত উদয়পুর মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের নতুন রূপের। শুক্রবার জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে পর্য্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হন মন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায়। বৈঠক শেষে গোটা মাতাবাড়ির কাজ পরিদর্শন করেন তিনি। আগামী ২০ মার্চের মধ্যে মাতাবাড়ীর কাজ সম্পন্ন হবে। তারপরেই শুরু হবে উদ্বোধনের প্রস্তুতি।

এদিন বৈঠক শেষে মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় বলেন, ৭ এপ্রিল মাতা ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশে সরকার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে দেশ বিদেশের মানুষের কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বেসরকারি সাংস্কৃতিক সংগঠন "উড়ান"-এর উদ্যোগে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী ত্রিপুরা লিটারেচার ফেস্টিভলের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য এবং এর প্রসারে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশে প্রতি বছর আগরতলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগরতলার বাইরে অন্যান্য মহকুমাতেও বইমেলা আয়োজিত হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়াও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে অটল কবিতা ও সাহিত্য উৎসব এবং নাট্য উৎসবের আয়োজন করা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সারা বছর রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ১৯টি জনজাতি সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সংস্কৃতি ছাড়াও বাঙালি ও মণিপুরী সম্প্রদায়ের ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজন্য সময়কাল থেকেই দেশ বিদেশের বহু খ্যাতনামা শিল্পী, সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতির গুণীজনরা ত্রিপুরায় এসেছিলেন। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিবিড় সম্পর্ক সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরায় ৭ বার এসেছিলেন। ত্রিপুরাকে নিয়ে তাঁর কালজয়ী সাহিত্য আজও আমাদের সম্পদ। রবি ঠাকুর ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের নানা দিকপাল ব্যক্তিত্ব ত্রিপুরায় এসেছিলেন। তিনি বলেন, এই ধরনের সাহিত্য উৎসব আগামীদিনে রাজ্যের সাহিত্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনার কবলে বোলেরো গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। চাকা ফেঁটে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বালি বোঝাই বোলেরো গাড়ি। ওই দুর্ঘটনায় মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে চালকের। আজ দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল সংলগ্ন আগরতলা উদয়পুর সড়কের পথচলতি মানুষ আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল সংলগ্ন আগরতলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনুঘাট ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনে পরিকাঠামোর অভাবে রাজস্ব ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। সীমান্ত বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায় ঘাটতির কারণে প্রচুর রাজস্ব ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে দেশ। বাংলাদেশ থেকে আমদানি পণ্য থেকে ওই রাজস্ব আদায় সঠিক ভাবে সম্ভব হচ্ছে না। তাতে, একাংশ অসাধু আমদানীকারক মুনাফা লুটছেন, এমনই গম্ভীর অভিযোগ উঠেছে। মনুঘাট ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন দিয়ে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ থেকে মাছ আমদানিতে ওজনে কারচুপি করা হচ্ছে। সেখানে স্ক্যানার এবং ওজন পরিমাপের যন্ত্র না থাকায়, আমদানীকারকরা সুযোগ নিচ্ছেন। অবশ্য, মনুঘাট ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মণি পাল ওই অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, আমদানি করা মাছ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তাছাড়া, ওজনে কারচুপি কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণ, অতিরিক্ত মাছ আনার চেষ্টা হলেই সেই পণ্য পঁচে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

অভিযোগ, মনুঘাট ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন দিয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিয়ত মাছ আমদানি হচ্ছে। কিন্তু, ওই মাছ সঠিকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তাছাড়া, প্রায়শই ওজনে বেশি মাছ আমদানি করে বিলে কম দেখানো হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিল না কেটেই সন্ধ্যায় ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন দিয়ে মাছ এপারে ঢুকছে। পরদিন সকালে বিল করা হচ্ছে। এখানেই কারচুপি করা হচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এদিকে, সাপ্তাহিক ছুটি এবং রাষ্ট্রীয় ছুটি ওই ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন দিয়ে বাণিজ্যে মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি, শ্রমিকদের ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন থেকে পরিচয় পত্র প্রদান করা হচ্ছে না বলে তাঁদের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অভিযোগে আরও জানা গেছে, মনুঘাট ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন দিয়ে মাছ ছাড়া প্রায় সমস্ত পণ্যের আমদানি আপাতত বন্ধ রয়েছে। এ-বিষয়ে মনুঘাট ল্যান্ড ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের

আসাম-আগরতলা সড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারী আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। দাবি পূরন না হলে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি দিল আত্মসমর্পণকারী বৈরী গোষ্ঠী। হাতাইকতর খামতিংপাড়া এলাকায় সড়ক অবরোধ করা হবে অনির্দিষ্টকালের জন্য। যতদিন না পর্য্যন্ত দাবি পূরণ করে সরকার। সড়ক অবরোধের জন্য শুক্রবার বিকেলে সড়ক এবং জায়গা পরিদর্শন করতে গেলেন আত্মসমর্পণকারী বৈরী গোষ্ঠীর অর্থাৎ টিইউআইআরপিসি নেতৃত্ব ড্যানিয়েল বরক।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, বহুবছর হয়েছে আত্মসমর্পণকারী বৈরী গোষ্ঠী এনএলএফটি এবং টিএনভি দলের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি অনুযায়ী তারা অনেক সুযোগ সুবিধা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে একাংশ কর্মীরা স্বীকারোক্তি প্রদ্যোতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরায় শাসক জোট শরিক তিপ্রা মথা দুর্নীতির বেড়াজালে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছে। দলের একাংশ কর্মীরা দূর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না। তাই দলের একনিষ্ঠ কর্মীদের দুর্নীতিবাজদের নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন তিপ্রা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। পাশাপাশি, একনিষ্ঠ কর্মীদেরও দূর্নীতি থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। কারণ, তিপ্রাসাদের উন্নয়নই দলের একমাত্র লক্ষ্য আবারও মনে করালেন প্রদ্যোত।

আজ এক অডিও বার্তায় প্রদ্যোত বলেন, তিপ্রা মথা ক্রমশ দুর্নীতির বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ছে। এই দূর্নীতির সাথে দলের একাংশ কর্মীরা যুক্ত রয়েছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় দিল্লিতে তিপ্রাসাদের উন্নয়নের জন্য আমি লড়াই চালিয়ে গেলেও ত্রিপুরায় এখনো পর্য্যন্ত দূর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কাউকেই লড়াই করতে দেখতে পাচ্ছি না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং
৯ ফাল্গুন, শনিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

হুঁশিয়ারি ভারতের

বাংলাদেশ যেন কোনওভাবেই সন্ত্রাসবাদের হিতৈষী হইয়া না ওঠে। স্পষ্টভাষায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে এমনটাই জানাইয়া দিল ভারত। হাসিনা সরকার পতনের পর মহম্মদ ইউনুসের আমলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পাকিস্তান ঘনিষ্ঠতা ব্যাপকভাবে বাড়িয়াছে। পাকিস্তানের মদতেই সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশ বা (সার্ক)কে পুনরুজ্জীবিত করিতে ভারতের কাছে আর্জি জানাইয়াছিল বাংলাদেশ। তার প্রেক্ষিতেই এবার কড়া বার্তা দিল নয়াদিল্লি। 'আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মলদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা, এই ৮ সদস্য দেশের সমষ্টিতে ১৯৮৫ সালে তৈরি হইয়াছিল সার্ক। যাহার লক্ষ্য ছিল এই দেশগুলি, আভ্যন্তরীণ সহযোগিতা, শান্তি ও উন্নতির লক্ষ্যে একে অপরের সহযোগিতা করিবে। তবে পাকিস্তানের লাগাতার সন্ত্রাস ও ২০১৬ সালে উরি হামলার পর সার্ককে নিষ্ক্রিয় করে ভারত। এবার পাকিস্তানের সঙ্গে মিলিয়া সেই সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে বাংলাদেশ। গত সপ্তাহে ওমানের মাসকটে 'ইন্ডিয়ান ওশেন কনফারেন্সে' ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠক হইয়া বৈদেশিক উপদেষ্টা তৌহিদ হুসেনের। সেখানে সার্কের বৈঠক ডাকিবার জন্য নয়াদিল্লির কাছে সাহায্য চায় ঢাকা। বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠকে অবশ্য এই কোনও মন্তব্য করেননি জয়শংকর। তবে সেখানে যে এই প্রস্তাব বাংলাদেশ রাখিয়াছিল তাহা শুক্রবার স্পষ্ট করেন বিদেশমন্ত্রকের মুখমাত্র রণধীর জয়সওয়াল।এই ইস্যুতে জয়সওয়াল বলেন, "মাসকটের বৈঠকে সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রস্তাব ভারতের কাছে রাখিয়ছিল বাংলাদেশ। পুরো দক্ষিণ এশিয়া জানে সার্ক বাতিল করিবার নেপথ্যে কারা? সার্কের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াইতেছে কোন দেশের কুকর্ম? আমাদের বিদেশমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন, বাংলাদেশ যেন সন্ত্রাসবাদের হিতৈষী হইয়া না ওঠে। ভারতের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট, আভ্যন্তরীণ সহযোগিতা ও শান্তির জন্য আবশ্যকভাবে যাহা জরুরি তাহা

হইল, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া।শেখ হাসিনার বিদায়ের পর থেকে অরাজকতা চরম আকার নিয়াছে বাংলাদেশে। মৌলবাদীদের নৃশংস হামলার মুখে পড়িতে করিতেছে সেখানকার সংখ্যালঘুদের। এই ঘটনায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝেই পাকিস্তান প্রেম ব্যাপকভাবে জাগিয়া উঠিতেছে বাংলাদেশে। দীর্ঘ বছর ধরিয়া দুই দেশের বন্ধ থাকা বাণিজ্য শুরু হইয়াছে নতুন করে। অভিযোগ, সন্ত্রাসকে ইন্ধন দিতে পাকিস্তান থেকে আনা হইতেছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র। মাথাচাড়া বাংলাদেশের বহু নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন। এসবের মাঝেই এবার বাংলাদেশকে কড়া বার্তা ভারতের।

ইস্টার্ন রেলওয়ের ৬৯তম রেলওয়ে সপ্তাহ উদযাপন

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি(হি.স.) : ৬৯তম রেলওয়ে সপ্তাহ উপলক্ষে শুক্রবার ইস্টার্ন রেলওয়ের কর্মীদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এদিন কলকাতায় শিয়ালদহ স্টেশন সংলগ্ন বিসি রায় ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।এই উপলক্ষে, ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কর বিভিন্ন বিভাগকে তাদের অসাধারণ কর্মদক্ষতার জন্য সম্মানিত করেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, দেউস্কর উল্লেখ করেন যে ইস্টার্ন রেলওয়ের কর্মী ও কর্মকর্তারা সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।অনুষ্ঠানে ৩৭টি শিল্ড ও কাপ প্রদান করা হয়, যেখানে ১৫১ জন কর্মী ও কর্মকর্তাকে তাদের ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের উজ্জ্বল পারফরম্যান্সের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। বাণিজ্যিক, বৈদ্যুতিক, প্রকৌশল, সাধারণ প্রশাসন, যান্ত্রিক, অপারেটিং, কর্মী ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, সিগন্যাল ও টেলিকম, হিসাব, নির্মাণ, চিকিৎসা, নিরাপত্তা এবং স্টোরস বিভাগের কর্মীরা এই পুরস্কার লাভ করেন।দেউস্কর তার বক্তব্যে বলেন, 'দেশের উন্নয়নে আমাদের কাজের মাধ্যমে অবদান রাখা আমাদের কর্তব্য। রেলকর্মীরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জাতীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।'অনুষ্ঠানের শেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যা উপস্থিত সকলকে অনুপ্রাণিত করে। ইস্টার্ন রেলওয়ের উজ্জ্বল ও শক্তিশালী ভারতের স্বপ্ন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়, এবং কর্মীদের কঠোর পরিশ্রম ভবিষ্যতে ভারতীয় রেলওয়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিজেপির রেখা গুপ্তা। শপথ গ্রহণের পরের দিনই শুক্রবার দিল্লিতে উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন রেখা। এদিন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। উপরাষ্ট্রপতির সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সাক্ষাতের ছবি শেয়ার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, রেখা গুপ্তা দিল্লির চতুর্থ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। সুষমা স্বরাজ, শীলা দীক্ষিত, অতিশী মারলেনার পর দিল্লির মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন রেখা গুপ্তা। প্রথমবারের বিধায়ক রেখার ওপরেই ভরসা রেখেছে বিজেপি। প্রথম বার বিধায়ক হলেও দিল্লির পুরভোটে টানা তিন বার জিতেছেন রেখা। হরিয়ানার জুলানায় ১৯৭৪ সালে রেখার জন্ম। পড়াশোনা, দিল্লির দৌলতরাম কলেজ এবং উত্তর প্রদেশের মেরঠের চরণ সিং বিশ্ববিদ্যালয়ে। রেখা নব্বইয়ের দশকে এবিভিপি-র নেত্রী ছিলেন। ১৯৯৫ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৬ সালে রেখা জেতেন সভাপতি নির্বাচনে। ২০০৭ সালে প্রথম বার দিল্লির পুরভোটে জিতেছিলেন।

জাল জন্ম সার্টিফিকেট তৈরির অভিযোগ, সরব বিরোধীরা

বগুলা, ২১ ফেব্রুয়ারি(হি.স.) : নদীয়ার বগুলা দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪৮৮৮টি ভুয়ো জন্ম সার্টিফিকেট তৈরির অভিযোগে পঞ্চায়েতের দুই সরকারি আধিকারিকসহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে হাঁসখালি থানার পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের রানাঘাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বিরোধীরা সরব হয়ে দাবি করেছেন, তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতেই এই দুর্নীতি হয়েছে এবং প্রশাসনকে নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।অভিযোগ, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বগুলা দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ড থাকার সময় ব্যাপক দুর্নীতি হয়। সেই সময়েই বিপুল সংখ্যক ভুয়ো জন্ম সার্টিফিকেট তৈরি করা হয় বলে দাবি। হাঁসখালি থানার পুলিশ তদন্তে নেমে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি প্রকাশ রায়সহ চারজনকে গ্রেফতার করে। তবে এই ঘটনায় পঞ্চায়েতের প্রধান বা অন্য কোনো শীর্ষ আধিকারিক যুক্ত কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।বগুলা গ্রামীণ হাসপাতাল ও ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ওই সময়কালে পঞ্চায়েত এলাকায় প্রকৃতপক্ষে এত শিশু জন্মায়নি, যার ভিত্তিতে এত বিপুল সংখ্যক জন্ম সার্টিফিকেট তৈরি হতে পারে। হাঁসখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিল্পী বিশ্বাস বলেন, 'একটি গ্রামের একটি পঞ্চায়েত এলাকায় বছরে তিন থেকে চারটি শিশু জন্মায়। সেখানে ৪৮৮৮টি জন্ম সার্টিফিকেট তৈরি করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এটি সম্পূর্ণ জালিয়াতি।'

এভাবে আর যাই হোক,হাসতে পারব না!

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

রবি ঠাকুরের মানভঞ্জনের গোপীনাথের প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করি। হাজার দোষ থাকার পরেও গোপীনাথের ইয়ারকি মান রাখত। যখন রবি ঠাকুর বলছেন ' দলপতিত্বের একটা উত্তেজনা আছে, মানুষের কাছে মানুষের নেশাটা অত্যন্ত বেশি। ...একটা ছোটো বৈঠকখানার ছোটো কর্তাটিও নিজের ক্ষুদ্র দলের নেশা অল্পতর পরিমাণে সেই একজাতীয়। সামান্য ইয়ার্কি বন্ধনে আপনার চারিদিকে একটা লক্ষ্মী ছাড়া ইয়ার- মন্ডলী সৃজন করিয়া তুলিলে তাহাদের উপর আধিপত্য এবং তাহাদের নিকট হইতে বাহবা লাভ করা একটা প্রচন্ড উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়; এজন্য অনেক লোক বিষয়নাশ , ঋণ, কলঙ্ক সমস্তই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়।' তারপর সেই গোপীনাথের কথায় গুরুদেব বলছেন ' গোপীনাথ তাহার ইয়ার- সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাতিয়া উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়ার্কির নব নব কীর্তি, নব নব গৌরবলাভ করিতে লাগিল। তাহার দলের লোক বলিতে লাগিল-- শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়ার্কিতে অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ...।' গোপীনাথরা কালে কালে আসে আছে থাকে। তারা অনুভূতির সূক্ষ্মতার অনেক সময়ই তোয়াক্কা করে না। কখনও করে। যারা তোয়াক্কা করে , যারা হাসিতে হাসিতে মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র আনন্দের, মুচমুচে মনের, খিলখিল মুহূর্তের রেশ দেয় তারা মানুষের কাছে হিরো। আর যারা ইয়ার্কি করতে করতে এমন ইয়ার্কি করে যা সবার সামনে এমনকি কারোর সামনেই বলা যায় না , তখন তা আর মজা থাকে না। তা অসভ্যতা। সেই অসভ্যতাতে যারা হেসে লুটিয়ে যায় তারা আরো বেশি অসভ্য। তারা সেই অসভ্যতায় তখনই হাসে যখন তা অন্যের উদ্দ্যেশে করা হয়। নিজের ওপর যে ইয়ার্কি প্রয়োগ করার সাহস পাবোনা, তা কখনওই মজা না। তা আঘাত অসম্মান অসভ্যতা কখনও মর্যাদার মূল্যবোধেরও সীমা লঙ্ঘন।দেশে বিদেশ ঘটনার ছড়াছড়িতেও এক ফালতু বিষয়ের উপর নিবন্ধ লিখতেই হচ্ছে। সেই ফালতু বিষয় ও ব্যক্তিটি হল রণবীর এলাহাবাদিয়া। কাকে জোকস বলব? কোনটা জোকস আর কোনটা বিকৃতির বোঝা? কোনটা অসম্মান? কোনটা খোঁচা দেওয়া? একদল অতি উদারপন্থী বলবেন সবটাই আপেক্ষিক। মানছি, হাসি হাসা হাসানো হাসতে পারা সত্যিই বড্ড আপেক্ষিক। সদ্য এক লাইভ রিয়ালিটি শো - তে ফাজলামো করতে করতে একদল মানুষের সামনে এক প্রতিযোগীকে নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে রণবীর জিজ্ঞেস করছে - আপনি কি মা- বাবার যৌনতা দেখবেন? নাকি সেই যৌন খেলায় অংশ নিয়ে চিরতরে সেটা বন্ধ করবেন? প্রতিযোগী হতভম্ব। ঘৃণ্যতার সীমা এবার নতুন করে মাপতে হবে যে! আরো আশ্চর্য , এই জঘন্য প্রশ্ন , অর্থাত যাকে ঠাট্টা বলতে চান রণবীর, তার পাশে বসে থাকা সময় রায়না, আশিস চঞ্চলানি, যশপ্রীত সিং, অপূর্ব মাখিজা- হেসে লুটোপুটি। অশ্লীলতার পর রণবীর বোধহয় একটু বেশিই পরিচিত হল। ইউটিউব খ্যাত বলেই বোধহয় রণবীর এলাহাবাদিয়া পরিমিতিবোধ শ্লীলবোধ পরিবেশ প্রশ্ন নৈতিক পারিবারিক মর্যাদাবোধ কিছুই তোয়াক্কা করার ট্রেনিং নেয়নি। এই ধরনের উঠতি মুখ সেলিব্রিটিরা যে একেবারেই প্রশিক্ষিত না, না পারিবারিক শিক্ষা আছে আর না আছে পেশাদারিত্ব। বাড়ছেতো ভিউয়ার। চলুক না চ্যানেল। এই নেশায় এরা দিশাহীন হয়। রণবীরের বিরুদ্ধে এফ আই আর, ভারতের শীর্ষ আদালতে মামলা - সব শুরু। রণবীরের ভিউয়ার এতে বেড়ে যাচ্ছে না তো? হোক নোংরামি। হোক বিকৃত মানসিকতার প্রকাশ। ভিউয়ার বাড়া নিয়ে তো কথা বাপু! বিষয়টা রণবীর। কিন্তু কেবলমাত্রই রণবীরে থেমে থাকলে হবে না। রণবীর একদিনে একরাতে এই অসভ্যতার সাহস পায়নি। সাহস জুগিয়েছি আমরাই। আমরা এখন কলেজ ইউনিভার্সিটি এমনকি আফিসেও স্ট্যান্ড আপ কমেডি শো- কে রমরমা করছি। স্ট্যান্ড আপ কমিডি- অর্থাত একজন আধুনিক ভাঁড়। তিনি আসবেন। দর্শকের সামনে কথার ছলে হাসাবেন। ছোটো ছোটো জোকস বলবেন। খানিক অভিনয় খানিক আবেদন খানিক ঠাট্টা কিছু গপ্প আর একঘর হাসি। ভাল। ততক্ষণ ভাল যতক্ষণ সবাই অর্থাত ওই একঘর, এক হলঘর ভরা মানুষ সবাই তা উপভোগ করে। আধুনিক জীবনে এত জটিলতা, টানাপোড়েন, সম্পর্ক জটিলতা- মানুষের তাৎক্ষণিক আনন্দ পাওয়ার ঠিকানা নিঃসন্দেহে এই ধরনের কমেডি শো। লোক হাসানো এখন পেশা। কোথায় পৌঁছেছে আমাদের সভ্যতা সিস্টেম! যাকগে। সেই হাসিধারী পেশাদারিত্বে আমরা ভরসা রাখি। ভরসা রাখি হো হো হাসব। সেই হো হো বোধ বেশ কিছুদিন অক্সিজেন ধরে রাখবে মনে শরীরে কাজে সময়ে অসময়ে। একলা বসে, ফট করে সেদিনের শো এর একটা চুটকি মনে পড়ল। ফিক করে একাই হাসলাম। এওকি কম? কম না বলেই তো আধুনিক কালে স্ট্যান্ড আপ কমেডি এতো জনপ্রিয়। কিন্তু একঘর মানুষের মাঝে অগনিত সময়ে এমন ঠাট্টা উঠল যা হয়ত মহিলাদের বা কিছু মহিলাকে তার পুরুষ সহকর্মীর পাশে সহপাঠীর পাশে বেশ অস্বস্তিতে ফেলল। হাসির শো, না আছে বেড়ানোর উপায়। থাকাটাও একটু অস্বস্তিকর। এই সূক্ষ্মতার দায়িত্ব তোয়াক্কা করে না অনেক কমেডিয়ান। জোকস হবে নির্ভেজাল যা কাউকে বিব্রত করবে না। বিশেষ করে তা যখন পাবলিক ফোরামে উপস্থাপন হয়। গোপীনাথের জোকস কিন্তু ওই মাত্র ওই কটা মানুষের মধ্যে সমরুচির সখ্যের ভিতরে এবং বাড়ির বৈঠকখানায় সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা কাউকে তৃপ্তি দিতে পারলে সত্যিই নিজেকে বেশ কলার তোলা জীব ভাবি। কিন্তু কাউকে আঘাত করলে কি লজ্জিত হই! ভাবি না তো সেই মানুষটার সেন্টিমেন্ট। রসবোধ কোথায় কতোটা করা যায়। তা রসবোধ থেকে তাচ্ছিল্য অসম্মান অস্বস্তিতে অশ্লীলতায় গড়াচ্ছে না তো! ভাবে না একজন কমেডিয়ান, কারণ রণবীরের শো এর মত সবাই সব শো তেই হেসে গড়াগড়ি দেয়। যে হাসল না, যে চুপ থাকল, যে আস্তে করে কক্ষ পরিত্যাগ করল সেই এক বা দু' জনের হিসেব তখন বিবেচ্য হয় না। সূচক কিন্তু ওই এক বা দু- জনের লজ্জা বা খারাপ লাগাটাই। বাকি সবাইতো হুজুগে হাসছে। কেউ বোকার মত সবাই হাসল তাই হাসল। কেউ নিজেকে খুব স্মার্ট প্রমান করতে হাসছে। এতক্ষণ হাসছিল। কিন্ত হঠাত বিশেষ কয়েক টা জোকস অঙ্গভঙ্গীর পর ওই যে কোনের ওই মেয়েটি, বা অফিসের শান্ত লোকটা যখন হাসি থামায়। তখন যে আমাদের হাসি থামিয়ে কেন হাসছ না বা কি ভুল হচ্ছে এই বোধকে জাগাতে হয়। স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ানদের অনেক শো - তে দেখেছি কখনও অসুস্থতা নিয়ে কখনও ব্যক্তিজীবনের দুর্বলতা নিয়ে যৌন অক্ষমতা নিয়েও জোকস দেদার হুল্লোর হা হা হি হি লুটোপুটি। জোকস তো জোকস। অবশ্যই। কিন্তু যখন অনেক রুচির মানুষ। যখন তারা আমার অপরিচিত। যখন সেই মানুষেরা আনন্দ নিতে এসেছে। তাদের কাউকে চিনি না। ব্যাকগ্রাউন্ড জানি না। তখন কি টুকরো টুকরো ব্যক্তিজীবনে ঘটা চলমান বাস্তব দুর্বলতা নিয়ে জোকস করা যায়? কখনও ভেবে দেখেছি কি , যারা স্ট্যান্ড আপ কমেডি শো - তে যাই, দেখি, তারা কি এই দিকটা ভাবি? একটা ট্যারা মানুষকে নিয়ে জোকস বানাল, হয়ত যে ২০০ জন জোকস শুনতে দেখতে এসেছে তারমধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান হৈ হৈ লোকটাই ট্যারা। বা খুব কৃষ্ণ বর্ণ। বা একটু তোতলা। তখন কি তিনি তোতলামির ঠাট্টায় মজা পাবেন? আমরা হারাচ্ছি এই বোধ। যা খুশি জোকস কেবলমাত্রই চেনা বন্ধুমহলে করা খাটে। যেখানে না থাকবে শ্লীলবোধ লজ্জা। উল্টে কেউ লজ্জিত হলে তাকে বন্ধুত্বের অধিকারে ঘাড় ধরে বসিয়ে একটু পাকিয়ে দেওয়াই যায়। কিন্ত শো-? অবসেনস বিষয়টা যেহেতু আপেক্ষিক তারজন্যইতো সচেতন ও রুচিশীল ভাবে হাসতে হাসাতে হবে।রণবীর ঘটনার পরে পরেই লক্ষ্ণৌতে অনুভব সিং বাসির কমেডি শো, যা ১৪ ই ফেব্রুয়ারি হওয়ার কথা ছিল তা বাতিল হল। উত্তরপ্রদেশ মহিলা কমিশনের সহ সভাপতি অপর্ণা যাদব ডি জি পি প্রশান্ত কুমারকে ওই শো টি বন্ধ রাখার বা যেন এমন জোকস না হয় যা মহিলা সম্মানের পরিপন্থী- তা নিশ্চিত করার আবেদন করেন। ভাবি কি অবস্থা! পুলিশ- পরিস্থিতি- সর্বোপরি আমাদের চাহিদা এটা নিশ্চিত করে বলতে পারছে না - না তেমন অশ্লীল লিঙ্গ তির্যক যৌন সুড়সুড়ির জোকস পরিবেশন হবে না। তাই শো টাই বাতিল। লক্ষ্ণৌ ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্ঠানে যে শো টি হতো- ধরি হল। কমেডিয়ান অশ্লীল আপত্তিকর জোকস যথারীতি বলল। আমাদের মধ্যে থেকেই যে আপত্তির আওয়াজ আসে না। যদি বেশীরভাগ দর্শক সেই জোকসে হাততালি না নিয়ে প্রতিবাদ তোলে- উল্লেখ করে এখানে মহিলারাও আছে। তার চেয়েও বড় কথা এখানে বিভিন্ন রুচির মানুষ আছে। সামলে মেপে সমঝে জোকস হোক। পৃথিবীর যত বড় কমেডিয়ানই হোক না কেন তার সাধ্য হবে না পরিবেশের হুকুম নিজের হাতে নেওয়ার। পরিবেশন তেমনই হয় অধিকাংশ দর্শক যা চায়। তাই শুধুমাত্র কমেডিয়ানকে ধিক্কার জানালে তা রোগের সমাধান না। বরং আমাদের রুচির যে চূড়ান্ত অতঃপতন স্বীকার করার সাহস আমরাই হারাচ্ছি। অথচ ভালগার জোকস শোনার বেলায় নিজেকে বলছি আমি সাহসী জোকস এনজয় করি। রণবীরের মতো একটা লোক চূড়ান্ত অশ্লীল জোকস যখন করল তখন, তারপরেই জোকস শো - হওয়ার আগে একটু টনক নড়ছে কারোর কারোর। যদি রনবীর ওই চূড়ান্ত বিকৃত জোকস না বলত তবে তো যেমন চলছিল একটু স্পাইসি একটু ভ্যেংচি একটু বা অনেকটাই দুর্বলতায় খোঁচা দেওয়া জোকস শো চলত। আরো চলত। এখনও চলবে। হয়ত এই কমিটি ওই কমিশন এই সোস্যাইটি ওই সম্প্রদায় কখনও কখনও প্রশাসনিক সুরক্ষা পুলিশি নিরাপত্তা বা কখনও কখনও জোকসওয়ালার থেকে শালীনতার মুচলেকাও নিতে পারে। কমেডিয়ানরা তো অত্যন্ত বুদ্ধিমান হন। হাসানোর চাইতে কঠিন কাজ কম হয়। আশপাশের ছোটো ঘটনা ছোটো দৃশ্য ছোটো দুঃখ ছোটো ছোটো না পাওয়ার হতাশা থেকেই উঠে আসে চটাপট টপাটপ মজার প্লট। নিশ্চিত ভাবে আমাদের বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। কতোকি দেখছি শুনছি জানছি। মেয়েরা হটপ্যান্ট পরছে ছেলেরা লাল নীল লম্বা চুল রাখছে। মেয়েরা ছেলেরা সবাই সোস্যাল মিডিয়াও করছে আবার সীমান্তে পাহারাও দিচ্ছে। সবাই সবটাই জানি। পৃথিবীটা এখন খোলা দরজা। কিন্ত বোধ অনুভব যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত- এই শব্দ গুলি যতক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যবহারীক আভিধানিক অর্থ বহন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত যে কোনো সৃষ্টিশীল কাজে ফিল্টার থাকবে। থাকতেই হবে। স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান যদি ভাবেন তিনি কোনো সিনেমার অংশ নন- অতএব আমার কোনো সেন্সর নেই। তবে তিনি বোকা কমেডিয়ান। তিনি কমেডিয়ান হিসেবেও বেশীদিন টিকবেন না। যতক্ষণ কনটেন্ট চলবে ততক্ষণ। তারপর হঠাত এক সকালে আবার নতুন কনটেন্ট ক্রিয়েটার তৈরি হবে। যদি স্থায়ী কৌতুক করতে হয় তবে তাকে আগে মানুষের দুঃখ বুঝতে হবে। শোক যন্ত্রনা হতাশা অস্থিরতা যে যত বেশী বুঝবে সে ততোবড় হাসিওয়ালা। কারণ সেই মানুষটাই জানে ঋণাত্মক অনুভূতিগুলো কতোটা কাঁদায়। তখনই তিনি সচেতন হন, দরদী হন, দায়িত্ববান হন। কাঁদাতে দায়িত্ব লাগে না। কিন্ত হাসানোর দায়িত্ব খুব বড় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব যারা নিতে পারে তারাই হন জর্জ কার্লিন , ক্রিস রক, রাওয়ান আটকিনসন, রাসেল পিটার। এত সব ছাড়ি আমাদের জনি লিভার থেকে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আজকেও প্রতিপদে হাসায়। শেখায় কেমন করে হাসতে হয়। বসন্ত বিলাপ ছবিতে পুকুরের ধারে বান্ধবীর সাথে আড্ডা দিতে দিতে চিন্ময় যখন বলল- 'একবার বলো উত্তম কুমার ' -- সবাইকে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত খিল খিল হাসিয়েছে। কালকেও হাসাবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মানুষগুলোও হাসবে। একটাই কারণে- ঠাট্টাটা চিন্ময় নিজের ওপর প্রয়োগ করেছেন তাই। উত্তম কুমারও বোধহয় হেসে গড়াগড়ি খেয়েছেন। জোকসতো সেটাই যা সব ইন্দ্রিয়কে হালকা করবে। তেতো ওষুধ টাও ঢক করে জোকস ভাবতে ভাবতে খেয়ে নেব অবলীলায়। জোকসটাও কিন্ত বিবর্তনবাদে মিশেছে। হিউমার, আর ফান এক না। আমরা হিউমার সবার সাথে উপভোগ করতে পারি। ফান না। ফান একান্ত ভাবে নির্দিষ্ট রুচির গোষ্ঠীতে হয়। সেই সূক্ষ্মতার অভ্যাস আমাদের চলে গেছে। তাই কমেডিয়ানও বেড়া টপকে কখন যে হিউমার থেকে ফান, ফান থেকে প্যাথলজিক্যাল ফান (যা অশ্লীল) করছে তা টেরই পাচ্ছে না। ডারউইন কবেই বলেছেন "so with the mind, something unexpected -- a novel or incongruous idea which breaks through an habitual train of thought-- appears to be a strong element in the ludicrous" হাসি মজা ঠাট্টা নিউ বোকগনেটিভ মেকানিজমের অংশ। হাসির বা জোকস বই The world's best Dirty Jokes বেস্ট সেলার। আমি পেলে আমিও পড়ব। এখন প্রশ্ন এই বই কাকে দেব। কাকে দেব না। কার সামনে পড়ব বা পড়ব না। একটা বই একটা সিনেমা একটা থিয়েটার যদি তার নির্দিষ্ট অডিয়েন্স ডাকে তবে কোন যুক্তিতে হাসি বিক্রি করতে এসে পাঁচমেশালি দর্শকের সামনে কিছু মানুষের বিকৃতির চাহিদাই প্রাধান্য পাবে! কমেডিয়ান তো সমাজের আয়না। তারা কখনও কখনও উপদেষ্টা। কল্পনার পূর্ণ দৃষ্টিতেও তারা কোথায় শাশ্বত হবেন, তা না , এই ইউটিউবের চক্করে হাসির মত সমৃদ্ধিশীল বিষয়ের পিন্ডি চটকে দিচ্ছে। খুব হাসতে চাই আমরা সবাই। যখন ছোটো ছিলাম তখন লাফিং ক্লাবের নাম শুনলে হাসতাম। তারপর বুঝলাম হাসিটাই বড্ড দামি। ওটার জন্য একটা সময় একটা বয়স বা একটা পরিস্থিতির পর মানুষকে খুঁজতে হয়। হাসি যে অনলাইনে পাবো না। শপিং মলেও জুটবে না। পৃথিবীর হাজার ঝাঁ চকচকে জায়গাতে যাই হাসতে যে পারবই তার কোনো গ্যারান্টি নেই। গ্যারান্টি দেয় একটা বয়স পর্যন্ত টম এন্ড জেরি। তারপর নন্টে ফন্টে। তারপর টেনিদা। তারপর কিন্ত মানুষ। তা সে পর্দাতে হোক বা গোপীনাথের মত ইয়ার্কিবাজ আড্ডাবাজ কেউ হোক বা আধুনিক সাজের স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান। যে যেখানে যেভাবেই হাসাই না কেন তা যেন অনুভূতির অকন্ট্রিত দায়িত্বে ভরা থাকে। সাফল্য অনিশ্চিতের আশঙ্কার থেকেই ভালগার কমেডিয়ান দিন দিন বাড়ছে। কমেডিয়ান যদি এইসব ভেবে আমাদের সামনে আসেন তবে আমরা অনাবিল নির্ভেজাল হাসি হাসব কি ভাবে? উনি কি আমাদের বাহবা আর আমরা কি কমেডিয়ানের থেকে শ্লীলতা ধার রাখব! এভাবে আর যাই হোক হাসতে পারব না।

জনমানসে বিস্মৃতপ্রায় মানভূমের ভাষা আন্দোলন

দীপক সাহা

বাংলা ভাষা আন্দোলন বলতে আমরা ১৯৫২-র ২১ শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের (বাংলা ভাষা শহিদ আন্দোলন) কথা গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করি। মায়ের ভাষাকে রক্ষার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারি বাহিনীর গুলিতে প্রাণদান করেন বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা। সালাম-বরকত-রফিক-শফিক-জব্বার আরও কত নাম না-জানা সেসব শহীদের আত্মত্যাগে পূর্ববঙ্গ ফিরে পায় প্রাণের ভাষা বাংলা। ভাষা আন্দোলনের সরণি বেয়ে পরবর্তীতে জন্ম হয় বাংলাদেশের। এর সঙ্গে ১৯৬১ সালের ১৯ মে কাছাড় (বরাক উপত্যকা) বাংলাভাষা আন্দোলনের কথাও উল্লেখ করি। বরাক উপত্যকায় প্রাণ দিয়েছেন ১১ জন। এসবই মাতৃভাষার অধিকারের জন্য। কিন্ত আড়ালে চাপা পড়ে যাওয়া আরও একটি বাংলা ভাষা আন্দোলনের একটি গৌরবময় অধ্যায় আছে, যা ঐতিহাসিক কালানুক্রমে সবচেয়ে পুরনো বাংলা ভাষাভিত্তিক আন্দোলন। সেটি হল মানভূম ভাষা আন্দোলন। বাংলা ভাষার সন্তাপ সঞ্জাত প্রথম গণ আন্দোলন নিঃসন্দেহে মানভূম ভাষা আন্দোলন।

ঐতিহাসিক মানভূমে বাংলা ভাষা আন্দোলন ১৯১২ সালে শুরু হয়। লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ করলেন। পূর্ববঙ্গ-উত্তরবঙ্গ অসাম-ত্রিপুরা নিয়ে একটি ভাগ, অন্যভাগে বাংলার বাকি অংশের সঙ্গে জুড়ে গেল বিহার ও ওড়িশাও। এই দ্বিতীয়ভাগেই ছিল মানভূম। সেখানে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার আগে থেকেই। কিন্তু স্বাধীনতার পর তা চরম আকার নিল। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে, ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের নীতির বাস্তব রূপায়নের দাবিতে দেশের আঞ্চলিকতা বেড়ে উঠতে শুরু করে। সেই পরিস্থিতিতে, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দেশের ভাষাভিত্তিক প্রদেশ কমিশন নিয়োগ করেন। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিশন মত দেয় যে, শুধুমাত্র ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন না করে ভারতের ঐক্যবদ্ধতাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এদিকে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের কবলে বাংলাভাষী-অধ্যুষিত মানভূমে বাংলা স্কুলগুলো বদলে যেতে লাগল হিন্দি স্কুলে। মানভূমে সমস্ত আইনি ও প্রশাসনিক কাজে চেপে বসল হিন্দি। ঠিক যে-কায়দায় "পূর্ব পাকিস্তানে" বাংলার ওপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, প্রায় একইভাবে মানভূমে বাংলার ওপরে হিন্দির আগ্রাসন বাড়তে শুরু করল। এবং এর বিরুদ্ধেই শুরু হল আন্দোলন।

১৯৪৮ সালের ৩০ এপ্রিল, মানভূম জেলা কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের দাবি ছিল, "মানভূম বাংলা ভাষাভাষী"। কিন্তু সেই দাবি মান্যতা পায়নি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে। প্রতিবাদে ১৪ জুন, পাকবিড়রায় কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন অসংখ্য কংগ্রেস-কর্মী। সেই দলে ছিলেন ভজহরি মাহাতো, অতুলচন্দ্র ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, অরুণচন্দ্র ঘোষ, বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত সহ ৩৭ জন নেতা। গঠিত হল "লোকসেবক সঙ্ঘ"। তাঁরা বাংলাভাষার দাবিতে সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। কিন্তু, সেই সত্যাগ্রহের ওপরেও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নেমে এল। ঝালদা, পুরুলিয়া ও সাঁতুরির জনসভায় লাঠিচার্জ করে পুলিশ। অনেকে আহত হন। নির্মম অত্যাচার শুরু হয় মহিলা নেত্রীদের ওপরেও। মানভূম ভাষা আন্দোলনে নারী বাহিনীর ভূমিকা ছিল অপ্রতিরোধ্য। জননেত্রী লাবণ্যপ্রভা দেবীকে পুলিশ ও রাজনৈতিক গুন্ডারা চুলের মুঠি ধরে ঘর থেকে বের করে, সঙ্গে চলে অকথ্য নির্যাতন ও সম্ভ্রমহানি। শবরনেত্রী রেবর্তী ভট্টাচার্যকে পিটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে রেখে যায় বিহারি পুলিশ। জননেত্রী ভাবিনী মাহাতোর ওপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়। চিত্তভূষণ দাসগুপ্তের মাথা ফাটে। এই সময় বিহারের জননিরাপত্তা আইনের ধারায় লোকসেবক সংঘের কর্ণধার অতুলচন্দ্র ঘোষ, লোকসভা সদস্য ভজহরি মাহাতো, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, অরুণচন্দ্র ঘোষ, অশোক চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়। এত দমন-পীড়নেও অবশ্য আন্দোলন স্তিমিত হয়নি। উল্টে মানভূমের শিকড়ের গান টুসুকে অআঁকড়ে শুরু হয় "টুসু সত্যাগ্রহ"। "টুসু গানে মানভূম" নামে একটি ছোট্ট পুস্তিকা আগুন জ্বালিয়ে দিল গোটা মানভূমে। টুসুকে ঘিরেই যেন নতুন জীবন পেল এই আন্দোলন। বেগতিক দেখে বিহার সরকার টুসু গান নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু তাতেও ঠেকানো গেল না টুসু গানের ভিতর দিয়ে বাংলাভাষার প্রতি আবেগের স্ফূরণ অসংখ্য মানুষ টুসু গাওয়ার জন্য গ্রেপ্তার হলেন।

ইতিমধ্যে, ১৯৫২ সালে লোকসভা নির্বাচনে জিতে হইচই ফেলে দিয়েছেন "লোকসেবক সঙ্ঘে"র দুই প্রার্থী ভজহরি মাহাতো ও চৈতন মাঝি। বিধানসভাতেও জিতেছেন ভাষা আন্দোলনের সাত জন প্রার্থী। আন্দোলনের ঢেউ যখন আরও বাড়ছে, এমন সময়ে সীমা কমিশনের কাজ শুরু হল। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এবং শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রস্তাব দিলেন বাংলা-বিহার জুড়ে গিয়ে নতুন রাজ্য হোক। আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। কলকাতাবাসীদের পক্ষ থেকে হেমন্তকুমার, জ্যোতি বসু, মোহিত মৈত্র, সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট নাগরিকগণ সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ আন্দোলনকারীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন।

মানভূমের ভাগ্যের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হওয়ায়, ১৯৫৬ সালের এপ্রিলে লোকসেবক সঙ্ঘের আন্দোলনকারীরা আজ যখন এক ভিন্ন বাস্তবতায় নিজের ঘরেও কোণঠাসা হচ্ছে বাংলা ভাষা, তখন এই আন্দোলনের শিক্ষা যেন ডাক পাঠাচ্ছে নতুন করে। নিজের মাতৃভাষাকে ঘিরে নতুনভাবে বাঁচার ডাক। নিজের পরিচিতিসত্তাকে খুঁজে নেওয়ার ডাক। সেই ডাক আমরা শুনতে পাচ্ছি তো?

কলকাতা অভিমুখে পদযাত্রার সিদ্ধান্ত নেন। ২০শে এপ্রিল অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে সাড়ে তিনশ নারীসহ হাজার দেড়েক আন্দোলনকারী দশটি বাহিনীতে ভাগ হয়ে পুঞ্চার পাকবিড়রা গ্রাম থেকে পদযাত্রা শুরু করেন। ষোলো দিন পর, ৬ই মে কলকাতায় উপস্থিত হয় সেই পদযাত্রা। ২০ এপ্রিল থেকে ৬ মে টানা দীর্ঘ পথ হেঁটেছিলেন সত্যাগ্রহীরা। কণ্ঠে ছিল "বাংলার মাটি বাংলার জল", "বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে" গান। 'শুন বিহারী ভাই, তোরা রাখতে লারবি ডাঙ দেখাই। তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি, বাংলা ভাষায় দিলি ছাই। ভাইকে ভুলে করলি বড় বাংলা-বিহার বৃদ্ধিটাই। বাঙালী-বিহারী সবই এক ভারতের আপন ভাই। বাঙালীকে মারলি তবু বিষ ছড়ালি হিন্দি চাই। বাংলা ভাষার পদবীতে ভাই কোন ভেদের কথা নাই। এক ভারতের ভাইয়ে ভাইয়ে মাতৃভাষার রাজ্য চাই।' ভজহরি মাহাতোর লেখা জনপ্রিয় এই টুসু গান গাইতে গাইতে হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে জনপ্লাবন। বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রতিবাদ করে, জোর করে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করে, মাতৃভাষা বাংলার দাবি নিয়ে মানভূমবাসীরা মিছিল করে এগিয়ে আসছেন কলকাতার দিকে। ডালহৌসি স্কোয়ারে পা রাখতেই গ্রেপ্তার হলেন তাঁরা। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার পরিশ্রমে অসুস্থও হয়ে পড়লেন অনেকে। ১২ দিন পরে মুক্তি। এই সময়ে, কলকাতাতেও মানভূমের সংহতিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রেফতার হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। আন্দোলন তীব্রতর হয়। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে একপ্রকার বাধ্য হয়েই রদ করা হল বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব। দ্রুত পাশ হল বঙ্গ বিহার ভূমি হস্তান্তর আইন। তারপর, সীমা কমিশনের রিপোর্ট লোকসভা হয়ে "সিলেক্ট কমিটি" ও আরও নানা স্তর পেরিয়ে ১ নভেম্বর, ১৯৫৬ সালে বাংলা অধ্যুষিত ১৬টি থানা অঞ্চল জুড়ে ২৪০৭ বর্গ মাইল এলাকার ১১,৬৯,০৯৭ জন মানুষকে নিয়ে জন্ম নেয় আজকের পুরুলিয়া। মানভূমবাসীরা এতদিন পরে অন্তর্ভুক্ত হলেন পশ্চিমবঙ্গে। এখানে কেউ আর বাংলাভাষায় পড়তে-লিখতে বাধা দেয় না। মানভূমের এই ভাষা আন্দোলন কোনও স্বাধীন দেশ গড়ার আন্দোলন ছিল না। ছিল কেবল বাংলা ভাষাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়ার লড়াই। টুসুপ্রেমীরা সেই ভাষা আন্দোলন আজ জনমানসে বিস্মৃতপ্রায় হলেও ইতিহাসের দলিলে তা উজ্জ্বল। আজ যখন এক ভিন্ন বাস্তবতায় নিজের ঘরেও কোণঠাসা হচ্ছে বাংলা ভাষা, তখন এই আন্দোলনের শিক্ষা যেন ডাক পাঠাচ্ছে নতুন করে। নিজের মাতৃভাষাকে ঘিরে নতুনভাবে বাঁচার ডাক। নিজের পরিচিতিসত্তাকে খুঁজে নেওয়ার ডাক। সেই ডাক আমরা শুনতে পাচ্ছি তো? (সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার দুপুরে খোয়াই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতিক দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত খোয়াই পুরাতন টাউন হলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে দপ্তরের পক্ষ থেকে সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য গোপাল ভট্টাচার্য্যকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

‘ঐক্য উৎসব-এক কণ্ঠ, এক রাষ্ট্র’ উৎসবে অমিত শাহর বার্তা

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ‘‘উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ঐক্য শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীনতার বহু বছর পরেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক বিস্তৃত অঞ্চল বাস্তবিক এবং আবেগগত দিক থেকে দিল্লির থেকে দূরে থেকে গেছিল।’’

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে অসম রাইফেলস আয়োজিত ‘ঐক্য উৎসব-এক কণ্ঠ, এক রাষ্ট্র’ উৎসবে এ কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ। অসম রাইফেলস-এর মহানির্দেশক সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে দিল্লির বাস্তবিক ও আবেগগত ব্যবধানকে যোগাযোগ সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে দূর করেছেন। আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চল সমগ্র ভারতের সঙ্গে যেমন জড়িত, তেমনি সমগ্র ভারতও জড়িত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে। মোদী সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ৩-৪ গুণ বেশি বাজেট সংস্থান বৃদ্ধি করেছেন। ২০২৭-এর মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্য দিল্লির সঙ্গে রেল ও বিমান পথে যু হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশ জুড়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষ্মী হিসেবে জনপ্রিয় করে তুলেছেন এবং এই এলাকার ৮টি রাজ্যই প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রতিরক্ষা, ক্রীড়া এবং গবেষণা ও উন্নয়ন সমস্ত ক্ষেত্রেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যুব সম্প্রদায়ের জন্য প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। মোদী সরকার পর্যটন থেকে প্রযুক্তি, ক্রীড়া থেকে মহাকাশ, কৃষি থেকে উদ্যোগ এবং ব্যাঙ্কিং থেকে ব্যবসা সমস্ত ক্ষেত্রেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য অসংখ্য সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে।

অমিত শাহ বলেন, ২২০টির বেশি জাতিগোষ্ঠী এবং ১৬০টিরও বেশি উপজাতির উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাস। ২০০টির ও বেশি উপ-ভাষা ও ভাষায় এখানে কথা বলা হয়। ৫০টিরও বেশি অনন্য উৎসবের এখানে আয়োজন হয় এবং ৩০টির ও বেশি প্রথাগত নৃত্য এবং ১০০রও বেশি রন্ধন প্রণালী রয়েছে এই এলাকায়। তিনি বলেন, সমগ্র ভারতের জন্যই তা এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যশালী সম্পদ এবং নিঃসন্দেহে গর্বের। তিনি বলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছাড়া ভারত এবং ভারত ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চল অসম্পূর্ণ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উৎসবের বিষয় ‘এক কণ্ঠ এক রাষ্ট্র’। আমাদের দেশ নানা ভাষা, সংস্কৃতি, রন্ধন প্রণালী এবং পোশাক-পরিচ্ছদের এক অপরূপ মিশ্রণ। বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ঐক্যই আমাদের দেশের বিশেষত্ব ও বড় শক্তি। ৫ দিনের ঐক্য উৎসবে দিল্লিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক ঐক্যকে তুলে ধরা হয়েছে।

অমিত শাহ বলেন, অসম রাইফেলস ভারতে সর্বপ্রাচীন আধা সামরিক শক্তি এবং এই শক্তি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্ধু হিসেবে চিহ্নিত।

তিনি বলেন, আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্যে দিয়ে অসম রাইফেলস উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ঐক্য এবং সাংস্কৃতি সমগ্র দেশ তথা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। অমিত শাহ বলেন, ২১২টি দল এবং ১৫০০ ছাত্র এই অনুষ্ঠানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। এবং ১৫০ জনেরও বেশি ছাত্র অংশ নিয়েছে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। বেশিরভাগ পুরস্কারই জিতেছে মণিপুর। যার থেকে বোঝা যায়, মণিপুরে ক্রীড়ার গুরুত্ব।

অমিতবাবু বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ক্রীড়ার জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রথম ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন মণিপুরে। তিনি বলেন, ক্রীড়া সকলের জন্য এবং ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শনের- এই কথাই এখন ভারতের ক্রীড়া উন্নয়নের ফর্মুলা হয়ে উঠেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আস্থা প্রকাশ করে বলেন, ২০৩৬-এ ভারত ক্রীড়া অলিম্পিকের আয়োজন করবে এবং এই সাফল্য অর্জনে দেশকে প্রথম ১০-এর মধ্যে জায়গা করে দিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিগত ১০ বছরে বিশেষত গত ৫ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি বলেন, হিংসাশ্রয়ী ঘটনা এবং সুরক্ষা কর্মীদের প্রাণহানির সংখ্যা ৭০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অনুরূপভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণের প্রাণহানিও ৮৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। হিংসাশ্রয়ী ঘটনা হ্রাস পাওয়ার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এখন ক্রমাগত শান্তির পথবিন্যাস হচ্ছে এবং বিকাশের এক নব অধ্যায় ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন শুরু হয়েছে।

অমিত শাহ বলেন, ২০১৪ সাল থেকে ১০,৫০০-রও বেশি জঙ্গি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করেছে এবং ২০১৯ থেকে ২০২৪-এর মধ্যে ১২টি শান্তিচুক্তি এই এলাকায় স্বাক্ষরিত হয়েছে। দশকের পর দশক ধরে অনেক বিবাদ ঘটে চলতে দেখা যেত, কিন্তু মোদী সরকার দু’’ কদম এগিয়ে গেছেন এবং যুব সম্প্রদায়কে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন তাদের জন্য অনেক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত। যারা হিংসায় প্রশ্রয় দিচ্ছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেই যুব সম্প্রদায়কে অস্ত্র সমর্পণ করে জীবনের মূল স্রোতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী বলেন, দেশের এমন কোনও জায়গা নেই, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে যারা নিজের বলে ভাবেনা এবং এই এলাকার মানুষের জন্য সর্বত্রই ভালোবাসা ছড়িয়ে রয়েছে। দেশের প্রত্যেকটি রাজ্যের মানুষের হৃদয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বিশেষ জায়গা রয়েছে। তাই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যেকটি রাজ্যকে দেশের সামগ্রিক বিকাশে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে এগিয়ে আসতে হবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জন্য দরকার শান্তি ও উন্নয়ন এবং ভারতের অভিন্ন অঙ্গ হিসেবে তারা কাজ করুক।

ফের বড়সড় একটি জাল ওষুধ চক্রের হদিশ

হাওড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজ্যে ফের বড়সড় একটি জাল ওষুধ চক্রের হদিশ মিলেছে। অভিযোগ উঠেছে নামী কোম্পানির ওষুধের কিউআর কোড জাল করে ওষুধ বিক্রির।

ওষুধের স্ট্রিপের উপর জাল কিউআর কোড লাগিয়ে দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। হাওড়ার আমতায় ওই ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থার মালিককে গ্রেফতার করা হয়। গুদাম থেকে ১৭ লক্ষ টাকার জাল ওষুধ বাজেয়াপ্ত করেছে ড্রাগ কন্ট্রোল দফতর।

সূত্র মারফত জাল ওষুধ সরবরাহের খবর পেয়ে গতকাল রাতে আমতার মান্না এজেন্সি নামে ওই ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থার গুদামে হানা দেয় ড্রাগ কন্ট্রোল দফতরের আধিকারিকরা।

অভিযুক্ত এজেন্সির অফিস সিল করে দেওয়া হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে সংস্থার মালিক বাবলু মান্নাকে। তদন্তের জন্য বেশ কিছু নথিও নিয়ে গিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। ওই এজেন্সি ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার জাল ওষুধ বাজারে সরবরাহ করেছে বলে খবর।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে খাস কলকাতা থেকে জাল ওষুধ ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার হন এক মহিলা। সেই ঘটনার সঙ্গে আবার বাংলাদেশ যোগও পাওয়া যায়। প্রায় ৬.৬ কোটি টাকা মূল্যের ওষুধ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল সেই সময়। ওষুধগুলি আমেরিকা, বাংলাদেশ, তুরস্কের তৈরি ছিল।

কচ্ছে বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ, মৃত ৪, আহত ৩০

আহমেদাবাদে, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মর্মান্তিক দুর্ঘটনা গুজরাটের কচ্ছে। শুক্রবার কচ্ছের মুন্দ্রায় একটি বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। তাতে নিহত হয়েছেন ৪ জন, আহতের সংখ্যা ৩০ জনেরও বেশি।

জানা গেছে, বাসটিতে প্রায় ৪০ জন যাত্রী ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ঘটনাস্থল থেকে ৪ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকজনের অবস্থা সঙ্কটজনক। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করছে পুলিশ।

মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): একুশে ফেব্রুয়ারির এই বিশেষ দিনে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানি চলল বাংলাতেই।

সব মামলার ক্ষেত্রে নয়, বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বাংলা ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে মামলা শুনলেন। তিনি নিজের মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা জানাতে একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষায় শুনানি করতে চান বলে বৃহস্পতিবারই একটি মামলার শুনানির সময় জানিয়েছিলেন। সেই মতোই আজ বাংলায় শুনানি প্রক্রিয়া চালান তিনি।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু এদিন অধিকাংশ মামলাই বাংলাতে শুনানি করেন। হাইকোর্টে মূলত জন্মলগ্ন থেকে ইংরেজিতেই শুনানি প্রক্রিয়ার সব কাজকর্ম চলে আসছে। শুধু কলকাতা হাইকোর্ট নয়, সুপ্রিম কোর্টেও ইংরেজিতেই শুনানি হয়। কিন্তু এবার ব্যতিক্রমী হলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে মামলা শুনলেন ঝরঝরে বাংলায় । যাঁরা বাংলা জানেন না তাঁদের বক্তব্য অবশ্য ইংরেজিতেই শুনছেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।

এর আগে, প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও ঠিক একইরকম ভাবে বাংলা ভাষায় মামলার শুনানি করার কথা জানিয়েছিলেন। বলা যায়, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই এবার বিচারপতি বসুও মাতৃভাষা দিবসে বাংলাতেই মামলার শুনানি করেন। বাদী পক্ষের আইনজীবী-সহ অন্যান্য সব পক্ষের আইনজীবী এদিন বাংলা ভাষাতেই তাঁদের আর্জি পেশ করেন এজলাসে।

ভাষা শুধু অভিব্যক্তি নয়, আমাদের সংস্কৃতি,পরিচয় ও শিকড়ের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যম : মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব

ভোপাল, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শুক্রবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও সংরক্ষণের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এই দিনটি পালিত হয়। এই উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে মাতৃভাষার গৌরব রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী যাদব জানান, ভাষা শুধু অভিব্যক্তির মাধ্যম নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, পরিচয় ও শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। মাতৃভাষার নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মাধ্যমেই আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সুরক্ষা সম্ভব। আসুন, আমরা সবাই মাতৃভাষার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক

শ্রীনগর, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভূমিধস ও তুষারপাতের কারণে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বন্ধ হওয়া জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে শুক্রবার সকাল থেকে যান চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে। এখন দুই দিক থেকেই যাত্রিবাহী হালকা যানবাহন চলাচল করছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জাতীয় সড়কে লাইট মোটর যানবাহন (এলএমভি) চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই ভারী মোটর যানবাহন (এইচএমভি)-এর চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে। একই সঙ্গে, যানজট এড়াতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ওভারটেক না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে যান চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে।

এদিকে, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে শ্রীনগর-সোনমার্গ-গুমরী রোড, ভাদেরওয়াহ-চাম্বা রোড, মুঘল রোড এবং সিন্থান রোড-সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এখনও বন্ধ রয়েছে।

NOTICE

1. The interested candidates will have to submit application with documents as mentioned below from 24th February, 2025 (Monday) to 1st March, 2025(Saturday) on all working days only into the Office drop BOX in the Office Period (time: 10.00 Am to 5.00 PM).
2. The interested candidate must be Madhyamik Passed.
3. The interested candidate must be aged within 18-26 years.
4. The interested candidate must attached the following documents (i). Aadhaar card (ii). Qualification Certificate (iii) PRTC Certificate (iv) Birth Certificate & (v) 02(two) copies Passport size photo etc.
5. Date of interview 04.03.2025 from 11.00 am onwards at SDM, Office Karbook.

ICA/C-1908/25

(S. Jamatia, TCS, Gr-I)
Sub-Divisional Magistrate Karbook, Gomati District.

PNIeTNo. 254-263 EE/DWS/BLG/2024-25 dated 12/02/2025

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites online percentage rate e-tender in single bid system from eligible bidders up to 15.00 hrs. 05/03/2025 for (i). Construction of CC platform, GI post in/c necessary fittings attached to different DTW & SBDTW schemes for FHTC under DWS Sub-Division, Sonamura (ii). Constn. of 1 No.20,000 Gallon capacity RCC UGR with pump house, installation of pump-motor, laying pipe line in/c constn. of 4 Nos. SBDTW under Boxanagar Block . For details please visit https:// tripuratenders .gov.in or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division. Bishalgarh for clarifications. if any.

ICA/C/3994/25

(Er.Subir Das) Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

Short Notice Inviting Quotation (SNIQ)

An SNIQ has been invited by the Medical Superintendent & HOD, AGMC & GBP Hospital, Agartala, from reputed manufacturing firms/authorized distributors/suppliers/ dealers/retailers for procurement of certain reagents, consumables for use at AGMC & GBP Hospital, Agartala.

The last date of submission of quotations is up to 05.00 pm on 28.02.2025.The specifics of the SNIQ may be seen at the AGMC website www.agmc.gov.in and can also be collected in person from the office of the Medical Superintendent, AGMC & GBP Hospital, Agartala (S&P Section) on any working days from 20.02.2025 to 27.02.2025 between 11.00 am and 4.00 pm.

ICA/4/3986/25

Medical Superintendent & HOD AGMC & GBP Hospital, Agartala

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

The Medical Superintendent & HOD, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites Tender from Agency, Firm, Authorized dealers, in the state of Tripura for Rate contract for "Procurement of 10 nos. of Compatible Oxygen Sensor for use in 10 nos. of ventilators (Make: Pillips, Model: Triology EV 300) for use in the Dept. of Emergency Medicine and COVID ICU, AGMC & GBP Hospital, Agartala -799006, Tripura", Through publishing in newspaper. The last date of bid submission is up to 04:00 pm, of 257 02/2025

The SNIQ copy should be collected from O/o The M.S, AGMC & GBPH or from official website of AGMC i.e. www.agmc.ac.in.

ICA/C- 3978/25

Medical Superintendent & HOD AGMC & GBP Hospital, Agartala

বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকার সার্বজনীন গনবন্টন ব্যবস্থাকে সুচারু, আধুনিকীকরন এবং ত্রুটি মুক্ত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি “ছদ্মখন্ড-ঞ্জঙ্গছ” নামক একটি নতুন প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে, যার গাইডলাইন অনুযায়ী খাদ্য সুরক্ষার আওতাধীন প্রত্যেক উপভোক্তার আধার পঞ্জীকরণ ও তাদের বায়োমেট্রিক প্রদান করে e-KYC ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক।

রাজ্যের গনবন্টনের উপভোক্তাদের এই ব্যাপারে অবগত করে আধার-e-KYC ভেরিকেশন করতে অনুরোধ জানিয়ে রাজ্যে সরকারের তরফে পূর্বে বেশ কয়েকবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু রেশন কার্ড ডাটাবেসের বর্তমান তথ্য অনুযায়ী, গনবন্টনের আওতাধীন রাজ্যের প্রায় ১৩.২৪ লক্ষ উপভোক্তাদের (৩৬) আধার e-KYC ভেরিকেশন এখনো বাকি রয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্যের রেশন দোকানগুলিতে ভোক্তাদের আধার e-KYC ভেরিকেশন-এর কাজ পুনরায় শুরু করা হয়েছে। যে সকল উপভোক্তাদের অনলাইনে রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার নম্বর লিংক নেই বা এখনো আধার- e-KYC ভেরিকেশন হয়নি তাদের তালিকা সংশ্লিষ্ট রেশন দোকানে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত উপভোক্তাদের আগামী ৩১শে মার্চ, ২০২৫ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেশন দোকানে গিয়ে ইপস মেসিনে বায়োমেট্রিক প্রদান করে আধার-e-KYC ভেরিকেশন করিয়ে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিশদ বিবরনের জন্য সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের অফিসের খাদ্য বিভাগে বা টোল ফ্রী নম্বর : ১৯৬৭/১৮০০৩৪৫-৩৬৬৫-এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ICA/D-1909/25

সুমিত লোধ
(সুমিত লোধ অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা
খাদ্য,জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:-35/EE-IED/AMB/2024-25

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details are given below:

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING	DATE OF OPENING
1	74/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 19,04,341.00	₹ 38,087.00	Upto 17.00 Hrs on 10/03/2025	At 10.00 Hrs on 11/03/2025
2	75/EE-IED/AMB/2024-25	₹ 8,44,238.00	₹ 16,888.00		

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/

ICA/C3996/25

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er. Sujit Das)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 33/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25 Dt. 07-02-2025

The Executive Engineer Bishalgarh Division, PWD (R & B Bishalgarh, Sepahijala Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate item rate e-tender in single bid two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIeT No: 80/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25	24,26,039.00	48,521.00	120 (One Hundred Twenty) days
2.	DNIeT No: 81/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25	24,29,875.00	48,518.00	90 (Ninety) days
3.	DNIeT No: 82/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25	24,12,227.00	48,245.00	90 (Ninety) days
4.	DNIeT No: 83/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25	24,25,372.00	48,507.00	90 (Ninety) days
5.	DNIeT No: 84/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25	24,18,565.00	48,371.00	90 (Ninety) days
6.	DNIeT No: 85/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25	21,21,406.00	42,428.00	90 (Ninety) days
7.	DNIeT No: 86/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25	24,02,391.00	48,048.00	120 (One Hundred Twenty) days
8.	DNIeT No: 87/R/EE-BSLD/PWD(R&B)/2024-25	23,41,002.00	46,820.00	90 (Ninety) days

Date of publishing of bid: Date 10-02-2025
Last date and time for document downloading and bidding. Up to 15.00 Hrs on 03-03-2025
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 03-03-2025
Document downloading and bidding at application, https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer; APPROPRIATE Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C/3998/25

(Er. R. Ghosh)
Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R & B) Bishalgarh, Sepahijala Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 48/EE-JRN/PWD/2024-25 Dated: 18-02-2025

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 27-02-2025 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 141/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 23,53,028.00	Rs 47,061.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 142/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 24,14,614.00	Rs 48,292.00	30(Thirty) Days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 143/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 24,23,435.00	Rs 48,469.00	30(Thirty) Days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 144/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 24,09,855.00	Rs 48,197.00	60(Sixty) Days	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 145/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 24,23,057.00	Rs 48,461.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class
6	DNIe-T No: 149/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 23,65,254.00	Rs 47,305.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class
7	DNIe-T No: 150/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 24,22,672.00	Rs 48,453.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class
8	DNIe-T No: 151/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs 23,86,595.00	Rs 47,732.00	45(Forty Five) Days	Appropriate Class

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 19-02-2025 to 27-02-2025. Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 27-02-2025 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 27-02-2025 up to 15.30 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in.
Class of tenderer :- Appropriate Class.
Bid Fee: Rs. 1,000 each, Non refundable
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C/3983/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
ExecutiveEngineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura eejirania@gmail.com

PRESS NOTICE INVITINGETENDERNo:-26/EO/TRRDA/ 2024-25 date:17/03/2025

The Empowered Officer, Tripura RRDA on behalf of Governor of Tripura invites the percentage rate bids in electronic tendering system for Special repair of of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in the Dhalai District of for 06 number of packages (03 road works in the 01 package & 1 road each in 05 packages) with estimated cost of Rs. 2141.32 lakh from the eligible contractor of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway / Other State PWD/ Central & State Public Sector undertakings*.

Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: 17/02/2025 (dd/mm/yyyy)

Availability of Bid Documents and mode of submission: The bid document is available online and should be submitted online in www.pmgsytenderstrp.gov.in. The bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in PMGSY may obtain the same from the website: www.pmgsytenders.gov.in

Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAS can use the same in this tender

Last Date/Time for receipt of bids through e-procurement: 11/03/2025 upto 15:00 HRS. For further details please log on to www.pmgsytenderstrp.gov.in

ICA/C/3974/25

Empowered Officer, Tripura RRDA
7th Block, 2nd Floor, Secretariat Building, Agartala

কাজের সন্ধান

শিক্ষকতার যোগ্যতা নির্নায়ক পরীক্ষা টেট-এর ফর্ম ফিলাপ চলছে অনলাইনে

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ত্রিপুরায় শিক্ষক/শিক্ষিকা পদে নিয়োগের জন্য টিআরবিটি'র পরিচালনায় টেট পরীক্ষার জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক অথবা গ্র্যাজুয়েট পাশ (এসসি/ এসটি/ পি.এইচ-দের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ৫ শতাংশ শিথিলযোগ্য), অবশ্যই স্বীকৃতপ্রতিষ্ঠান থেকেবিএড অথবা ডিএলএড পাশ হতে হবে। বয়স ঃ কোনও উর্দ্ধসীমা নেই, তবে নিয়োগের সময় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তা জানানো হবে, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা ২০ ও ২৭ এপ্রিল, কেন্দ্র আগরতলা। তবে যথাসময়ে এবিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে এডমিট কার্ডের মাধ্যমে।

উপযুক্ত ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দরখাস্ত করতে পারেন। দরখাস্তের সময় কম্পিউটার জেনারেটেড চালান অথবা নির্ধারিত উপায়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরীক্ষা ফি জমা করতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং চার্জ এবং অ্যাপ্লিকেশন খরচ অতিরিক্ত হিসেবে প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এসসি/ এসটি/ পিএইচ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এগ্‌জামিনেশন ফি-তে কিছু ছাড়, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের সময় তা দেখে নেবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং স্বাক্ষর স্ক্যান করে নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী জেপিজি ফরম্যাটে আপলোড করে নেবেন। অবশ্যই আগে থেকে বৈধ ই-মেল আইডি এবং মোবাইল ফোন নম্বর প্রস্তুত রাখবেন দরখাস্তে উল্লেখ করার জন্য।

পরীক্ষা সংক্রান্ত মূল নোটিফিকেশন এবং অন্যান্য সকল তথ্য যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতার সমস্ত মাপকাঠি, অনলাইনে দরখাস্ত করার যাবতীয় তথ্য ও নিয়মাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেল আইডি তৈরি করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, কম্পিউটার জেনারেটেড চালান বের করা ইত্যাদি যাবতীয় কৌশল ও গাইডলাইন এমনকি পরীক্ষার সিলেবাস, কোচিং, বিগত বছরে অন্যান্য রাজ্যে আয়োজিত টেটপরীক্ষারপ্রশ্নোত্তরসহ আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরেবসে মুহূর্তেরমধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনারনাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া ২৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে, চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৪ মার্চ, ২০২৫। এডমিড কার্ড ডাউনলোড করার সময়সীমা ২ থেকে ১৬ এপ্রিল। পরীক্ষাসূচি পেপার-ওয়ান ২০ এপ্রিল, রবিবার। পেপার-টু ২৭ এপ্রিল, রবিবার।

টেট পরীক্ষার আবশ্যকীয় যোগ্যতা নিয়ে কিছু প্রার্থীদের মধ্যে জিজ্ঞাসা রয়েছে। অনেকেই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করছেন। বিশেষ করে তাঁদের জ্ঞাতার্থেই এখানে টেট্-এর আবশ্যকীয় যোগ্যতার বিস্তারিত তুলে ধরা হলো —

টেট্-এর প্রথম ভাগ অর্থাৎ পেপার-ওয়ান (প্রথম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত স্তরে শিক্ষকতার জন্য) পরীক্ষার জন্য নিচে লেখা যোগ্যতাগুলির মধ্যে যে-কোনও একটি হলেই আবেদন করতে পারবেন এবং আপনার আবেদনপত্র গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে।

যেমন ঃ- (১) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে (অথবা, ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের আগে ১ বছরের ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন থাকতে হবে)।

(২) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এন সি টি ই-র ২০০২ সালের নিয়ম অনুযায়ী এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে (অথবা, ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের আগে ১ বছরের ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন থাকতেহবে।

(৩) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ৪ বছরের ব্যাচেলার ডিগ্রি (বি.এল.এড.) কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(৪) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এডুকেশনের ওপর ২ বছরের (স্পেশ্যাল এডুকেশন) ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(৫) যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে (নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই) এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে (অথবা, ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের আগে ১ বছরের ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন থাকতে হবে)।

উল্লেখ্য নম্বরপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এসসি / এসটি প্রার্থীদের জন্য ৫ শতাংশ নম্বর শিথিলযোগ্য।

টেট্-এর দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ টি-টেট পেপার-টু (৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত স্তরে শিক্ষকতার জন্য) পরীক্ষার জন্য নিচে লেখা যোগ্যতাগুলিরমধ্যে যে-কোনও একটি হলেই আবেদন করতেপারবেন এবং আপনার আবেদনপত্র গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে।

যেমন ঃ- (১) যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে (নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই) এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে (অথবা, ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের আগে ১ বছরের ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন থাকতেহবে)।

(২) ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে, এবং সঙ্গে বি. এড. কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(৩) ৪৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে, এবং সঙ্গে এন সি টি ই-র নিয়ম অনুযায়ী বি. এড. কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(৪) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ৪ বছরের ব্যাচেলার ডিগ্রি (বি. এল. এড.) কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(৫) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে ৪ বছরের বি.এ./বি.এসসি এড অথবা বি.এ.এড./ বি.এসসি. এড. কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(৬) ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতেহবে, এবং সঙ্গে একবছরের (স্পেশ্যাল এডুকেশন) বি. এড. কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

(৭) অন্ততপক্ষে ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে যে-কোনও বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপাশ হতেহবে, এবং সঙ্গে তিন বছরের ইন্টিগ্রেটেড বি. এড. - এম.এড কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। উল্লেখ্য নম্বরপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এসসি / এসটি প্রার্থীদের জন্য ৫ শতাংশ নম্বর শিথিলযোগ্য। ৪৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ প্রার্থীরা এন.সি.টি.ই. রেগুলেশন, ২০১১ চালু হওয়ার আগে বি.এড. ডিগ্রি পাশ করা হলে টি-টেট পেপার-টু'র জন্য আবেদন করতে পারেন। উভয় ক্ষেত্রে বি.এড. বা এলিমেন্টারি এডুকেশনে ডিপ্লোমার ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য। শর্ত হল — পরবর্তী সময়ে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনের সময় উক্ত চূড়ান্ত পরীক্ষার পাশ সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। অন্যথায় প্রার্থীপদ বাতিল করা হবে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে একজন প্রার্থী অবশ্যই ইচ্ছে করলে উভয় পেপারের জন্য আবেদন করতে পারেন, তবে তা অবশ্যই করতে হবে পৃথক পৃথক আবেদনের মাধ্যমে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি ম্যানেজার (এন.এইচ.এ.আই),**
শূন্যপদ ঃ ৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নাবিক (কোস্ট গার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **চার্জম্যান, ইলেকট্রিশিয়ান (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, এক্সিকিউটিভ, জুনিয়র ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৬৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা এপ্রিলে, তবে বাছাই পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **শর্ট সার্ভিস কমিশন অফিসার (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ২৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিকম, বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৯-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **শিক্ষক/শিক্ষিকা (ত্রিপুরা-টেট),**
শূন্যপদ ঃ যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক অথবা গ্র্যাজুয়েট পাশ (এসসি/ এসটি/ পি.এইচ-দের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী শিথিলযোগ্য), স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে বিএড অথবা ডিএলএড পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ কোনও উর্ধ্বসীমা নেই, তবে নিয়োগের সময় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তা জানানো হবে,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি,
লিখিত পরীক্ষা ২০ ও ২৭ এপ্রিল, কেন্দ্র আগরতলা।

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার, সুপারভাইজর (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি,
পরীক্ষা ১১-১৪ এপ্রিলে, তবে কেন্দ্র সহ বিস্তারিত দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ১১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য)
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি,
কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **রিটায়ার্ড স্টাফ (রেল মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ১৮৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ রেল দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত স্টাফ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৬৫ বছর (সংরক্ষিতও বিশেষ ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ (রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ নিগম)**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য)
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ মার্চ,
পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, গ্রামীণ ডাক সেবক (ডাক বিভাগ),**
শূন্যপদ ঃ ২১,৪১৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততঃপক্ষে মাধমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মার্চ,
বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ইন্ডিয়ান অয়েল),**
আসন সংখ্যা ঃ ৪৫৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল ড্রাইভার (সিআইএসএফ),**
শূন্যপদ ঃ ১১২৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে,
বয়স ঃ ২১-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মার্চ,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার ও ড্রাইভিং টেস্টের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

মাধ্যমিক পাশদের ডাকবিভাগে চাকরি পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ ২১,৪১৩ জি.ডি.এস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারতীয় ডাকবিভাগে জিডিএস বা গ্রামীণ ডাক সেবক পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩ মার্চ। সারা দেশ জুড়েই ভারতীয় ডাকবিভাগের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। এর মধ্যে ত্রিপুরার নির্দিষ্ট ডিভিশন আগরতলা ও ধর্মনগরের জন্যও নিয়োগ হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন ডাকঘরের জন্য গ্রামীণ ডাক সেবক পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত মাধ্যমিক পাশ, কম্পিউটার জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (এসসি/এসটি - ৪৫ বছর, ওবিসি - ৪৩ বছর, শাঃপ্রঃ - ৫০ বছর), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৩ মার্চ। মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই।

মূল কথা হলো — সারা দেশ জুড়ে গ্রামীণ ডাক সেবক ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার পদে, গ্রামীণ ডাক সেবক মেল ডেলিভার পদে, গ্রামীণ ডাক সেবক মেল কেরিয়ার পদে সব মিলে মোট ২১,৪১৩ জন গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগ করবে ভারতীয় ডাকবিভাগের সব কটি সার্কেলের বিশেষ করে সমস্ত ডিভিশনে। মোট ২১,৪১৩টি শূন্যপদগুলোর মধ্যে অবশ্যই অসংরক্ষিত কোটা যেমন রয়েছে, তেমনি এসসি, এসটি এবং ওবিসি'র জন্যও নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা রয়েছে। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। সামগ্রিক হিসেবে পূর্বোত্তর সার্কেলের জন্য রয়েছে প্রচুর শূন্যপদ। তবে মোট শূন্যপদের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ১২ শতাংশ এসসি প্রার্থীর জন্য, ১০ শতাংশ এসটি প্রার্থীর জন্য, ২০ শতাংশ পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ৮ শতাংশ পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে বেশ কিছু পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য কোনও রকম লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে না। প্রাথমিকভাবে প্রার্থীবাছাই হবে মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। এরপর হবে যাবতীয় নথিপত্র যাচাই। যোগ্যতা - অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। সাথে কোনও স্বীকৃত কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের অন্তত ২ মাস মেয়াদের সার্টিফিকেটধারী হলে অগ্রাধিকার পাবেন। উচ্চতর যোগ্যতার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন, তবে উচ্চতর যোগ্যতার প্রার্থীরা কোনও বাড়তি সুবিধা পাবেন না। বয়স হতে হবে ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। এসসি/ এসটিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন। শূন্যপদের বিস্তারিত বিবরণ অর্থাৎ কোন্ পোস্ট অফিসের অধীনে কতজন নিয়োগ করা হবে তার বিশদ তালিকা পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। আবেদন করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটের লগঅন্ করে ৩ মার্চের মধ্যে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের ফি জমা করার জন্য রেজিস্ট্রেশন নম্বর, রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও দরখাস্তের প্রিন্ট আউট বের করে রাখার পাশাপাশি নিয়োগ সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে আবেদন করার আগে প্রার্থীর একটি বৈধ ইমেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে নিজের ছবি (৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও স্বাক্ষর (৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) স্ক্যান করে রাখবেন। একইভাবে বেশ কিছু ডকুমেন্টস এবং সার্টিফিকেটসও স্ক্যান করে তৈরি রাখতে হবে, পরে সেগুলো আপলোড করতে হবে, দরখাস্ত সাবমিট করার সময়। দরখাস্তের ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা প্রদান করতে হবে। এই ফি প্রদান করার অনেক রকম উপায় রয়েছে। প্রয়োজনে ক্রেডিট কার্ড, ডেভিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমেও ফি জমা দিতে পারেন। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থী ও মহিলাদের এই দরখাস্তের ফি-তে ছাড় রয়েছে। তবে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, সার্টিফিকেটস্ স্ক্যান করে আপলোড করা এবং রেজিস্ট্রেশন করানোর যাবতীয় খরচ সকল প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। ফি জমা দেওয়ার আগে এবং পরে যাবতীয় তথ্য দেখে নেবেন। এবার অনলাইনে গিয়ে সঠিকভাবে ফর্ম ফিলাপ করে সাবমিট করে সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। সেটি নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে প্রয়োজন হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএসটিটি/ ১৭-০২/ ২০২৫/ জিডিএস। তারিখ ০৭.০২.২০২৫।

মাধ্যমিক পাশদের সিআইএসএফ-এ ১১২৪ কনস্টেবল ড্রাইভার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সিআইএসএফ বা সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে কনস্টেবল-ড্রাইভার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১২৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ২১-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মার্চ, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — কনস্টেবল ড্রাইভার এবং কনস্টেবল ড্রাইভার-কাম-পাম্প-অপারেটর ইত্যাদি পদে মোট ১১২৪ জন কনস্টেবল নিয়োগ করবে সি.আই.এস.এফ বা সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে। কেবলমাত্র ভারতীয় তরুণ প্রার্থীরাই আবেদনের যোগ্য।

মোট শূন্যপদ ১১২৪টির বিস্তারিত বিভাজন পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। তবে এর মধ্যে কনস্টেবল ড্রাইভার হিসেবে শূন্যপদ ৮৪৫টি। অসংরক্ষিত ৩৪৪টি, এসসি'র জন্য ১২৬টি, এসটি'র জন্য ৬৩টি, ওবিসি'র জন্য ২২৮টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৮৪টি সংরক্ষিত। এছাড়া, এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৮৫টি সংরক্ষিত। কনস্টেবল ড্রাইভার-কাম-পাম্প-অপারেটর হিসেবে শূন্যপদ ২৭৯টি। অসংরক্ষিত ১১৬টি, এসসি'র জন্য ৪১টি, এসটি'র জন্য ২০টি, ওবিসি'র জন্য ৭৫টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৭টি সংরক্ষিত। এছাড়া, এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ২৮টি সংরক্ষিত। পুরুষ প্রার্থী এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অর্থাৎ ড্রাইভিং-এ দক্ষ হলে আবেদন করতে পারেন। হেভি মোটর ভেহিকল অথবা ট্র্যান্সপোর্ট ভেহিকল, লাইট মোটর ভেহিকল এবং মোটর সাইকেল গিয়ার সহ .. ইত্যাদি বিষয়ে বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশদের ক্ষেত্রে স্টেট বোর্ড/ সেন্ট্রাল ছাড়া অন্য কোনও বোর্ডের এডুকেশনাল সার্টিফিকেট হলে, তার সাথে, এডুকেশনাল সার্টিফিকেটটি যে ম্যাট্রিক/ ক্লাস ১০-এর সমতুল - সে সম্বন্ধেভারত সরকারের দেওয়া ডিক্লারেশন দিতে হবে। বয়স হতে হবে ০৪-০৩-২০২৫ তারিখের হিসেবে ২১ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মে বয়সের ছাড় পাবেন।

মূল মেট্রিক্স লেভেল - ৩ অনুযায়ী ২১,৭০০ - ৬৯,১০০ টাকা। এছাড়া, সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে। শারীরিক মাপজোক হতে হবে, ত্রিপুরা সহ পূর্বোত্তরের পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬০ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রেও ১৬০ সেমি)। বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৭৬ ও ৮১ সেমি)। ওজন হতে হবে বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের ক্ষেত্রে অন্তত ৬/৬ ও ৬/৯। চশমা থাকলে চলবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। আগের থেকে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠাবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী অথবা যে-কোনও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই এগ্‌জাম-ফি লাগবে না। তবে ই-মেইল আইডি তৈরি করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, অনলাইনে দরখাস্ত ফিল-আপ, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, ব্যাঙ্কের কমিশন, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা, এডমিট কার্ড ডাউনলোড করা ইত্যাদির যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের প্রয়োজনীয় নিয়মনির্দেশ সাইটেই পাবেন, তবে দরখাস্ত করতে হবে ৪ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ৪ মার্চ। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত সাবমিট হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন কপির প্রিন্ট আউট নিজের কাজে রাখবেন। তা কিন্তু আবার কোথাও পাঠাতে হবে না। যোগ্য প্রার্থীদের কললেটার, পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে, এঁদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ট্রেড টেস্ট, লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। তবে কাঁর কবে পরীক্ষা তা জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারের মাধ্যমে। ১০০ নম্বরের, অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের। তাতে থাকবে ৪ পেপার, প্রতিটিতে ২৫টি প্রশ্ন, ২৫ নম্বর। সব পেপারেই আলাদা-আলাদা ভাবে সফল হতে হবে। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে, প্রতিটি ভুলের জন্য ০.২৫ নম্বর অর্থাৎ ৪টি ভুলের জন্য ১ নম্বর খোয়াতে হবে। ১২০ মিনিটের পরীক্ষা, লিখনসহকারী নেওয়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা নির্দিষ্ট কিছু সময় অতিরিক্ত পাবেন। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র প্রয়োজনে আগরতলায়ও হতে পারে। প্রার্থিবাছাই হবে প্রাথমিকভাবে নথিপত্র যাচাই, শারীরিক মাপজোক, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ট্রেড টেষ্ট, লিখিত পরীক্ষা ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়। তিন বারের চেষ্টায় ১১ ফুট দূরত্ব লংজাম্প। এবং তিন বারের চেষ্টায় ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি হাই জাম্প। পরে নথিপত্র যাচাই, শারীরিক মাপজোক ও ট্রেড টেস্টের জন্য ডাকা হবে। প্রথম ফেজের পরীক্ষায় সফলদের ডাকা হবে লিখিত পরীক্ষার জন্য। এতে থাকবে চারটি বিষয়ের ওপর ১০০ নম্বরের পরীক্ষা, সময় ২ ঘন্টা। পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও নম্বর বিন্যাস পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে ?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * এনএইচএআই-এ **ডেপুটি ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর**, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে।

* কোস্ট গার্ডে **নাবিক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **চার্জম্যান, ইলেকট্রিশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এমটিএস, এক্সিকিউটিভ, জুনিয়র ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমাপাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এপ্রিলে, তবে বাছাই পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান নেভিতে **শর্ট সার্ভিস কমিশন অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিকম, বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৯-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা বা সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* টিআরবিটি-র মাধ্যমে রাজ্যে **শিক্ষক/শিক্ষিকা** পদে নিয়োগের জন্য টেট পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক অথবা গ্র্যাজুয়েট পাশ (এসসি/ এসটি/ পি.এইচ-দের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী শিথিলযোগ্য), স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে বিএড অথবা ডিএলএড পাশ হতে হবে, বয়স ঃ কোনও উর্দ্ধসীমা নেই, তবে নিয়োগের সময় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তা জানানো হবে, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা ২০ ও ২৭ এপ্রিল, কেন্দ্র আগরতলা।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার, সুপারভাইজর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি, পরীক্ষা ১১-১৪ এপ্রিলে, তবে কেন্দ্র সহ বিস্তারিত দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি, কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **রিটায়ার্ড স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ রেল দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত স্টাফ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৬৫ বছর (সংরক্ষিতও বিশেষ ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি, বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ নিগমে **অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ মার্চ, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট বা ডাক বিভাগে **ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, গ্রামীণ ডাক সেবক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২১,৪১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততঃপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মার্চ, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান অয়েলে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। আসন সংখ্যা ঃ ৪৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* সিআইএসএফ-এ **কনস্টেবল ড্রাইভার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১২৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে, বয়স ঃ ২১-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার ও ড্রাইভিং টেস্টের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

শুক্রবার আগরতলায় একটি স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

শ্রীভূমিতে বাল্যবিবাহ রোধে সমাজ কল্যাণ বিভাগ ও সহযোগী বিভাগের সভা

শ্রীভূমি (অসম) ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শ্রীভূমিতে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কার্য্যসূচির অধীনে বিশ্ব সামাজিক ন্যায় দিবসের সঙ্গে সংগতি রেখে শুক্রবার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়গুলি নিয়ে সমাজ কল্যাণ বিভাগ ও সহযোগী বিভাগ গুলির মধ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীভূমির সংকল্প, জেলা মহিলা সবলীকরন কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন ও ইউনিসেফের সহযোগী সংস্থা ইনডিপেনডেন্ট থোটসের সহযোগিতায় শ্রীভূমি জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সভাকক্ষে সমাজ কল্যাণ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত ধ্রুবজ্যোতি দেবের সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাল্যবিবাহ রোধে ইতিমধ্যে মিশন সংকল্প কার্য্যসূচির অধীনে চালানো বিভিন্ন সচেতনতা কার্য্যসূচী নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও ব্যানারের অধীনে এবং মহিলা ও শিশু কল্যাণ বিভাগ থেকে বাল্যবিবাহ রোধে এবং শিশু শ্রম, শিশু পাচার ইত্যাদির মত সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে বের করতে সচেতনতা অভিযান, সুকন্যা সমৃদ্ধ যোজনা তথা এর জন্য থাকা কঠোর পকসো আইন নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি সভায় সম্প্রতিকালে বাল্যবিবাহ রোধে রাজ্য সরকার থেকে চালানো কঠোর অভিযানের ফলে অনেক সফলতা লাভ করা সম্ভব হয়েছে বলে জানানো হয়। এদিনের সভায় অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত ধ্রুবজ্যোতি দেব জেলায় বাল্যবিবাহ রোধে জেলার পিছপড়া ও দুর্গম এলাকায় সচেতনতা অভিযান, পথ নাটিকা ও অন্যান্য সচেতনতার পাশাপাশি ওই এলাকাগুলি নিয়মিত ভ্রমণ করে পর্য্যবেক্ষক করতে জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক ও সহযোগী সবাইকে আহ্বান জানান। এছাড়া সভায় যেকোন বাল্যবিবাহ সম্পর্কে তথ্য জানাতে চাইল্ড লাইন হেল্প লাইন ১০৯৮ এ রিপোর্টে করতে আহ্বান জানানো হয়। ওই নম্বরে তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় সম্পুর্ণ গোপন রাখা হয় বলে জানানো হয়। চাইল্ড লাইন ও বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতামূলক প্রচার অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ ও সার্বজনীন স্থানে লিখে রাখতে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

এদিনের সভায় ডেপুটি পুলিশ সুপার নারায়ণ বড়ো, সহকারি আয়ুক্ত পূজা ডাওলাগাপ্পু, স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম সঞ্চালক সুমনা নাইডিং , জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক সৈয়দ অহিদুল ইসলাম, জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক ইফতিখার জামান, জেলা ক্রীড়া আধিকারিক ঝিমলি বরা, ডিএইচইডব্লুউ এর ডিস্ট্রিক্ট মিশন কোর্ডিনেটর রুপকথা চক্রবর্তী, ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর ঈশিতা দাস, ইনডিপেনডেন্ট থোটস এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মো. মোহতামিম ইয়াজদানি সহ সিডিপিও ও অন্যান্য কর্মকর্তারা অংশ গ্রহণ করেন।

হাইলাকান্দিতে মার্চ মাসের চাল বরাদ্দ

হাইলাকান্দি (অসম) ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় খাদ্য সুরক্ষার মার্চ মাসের চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। জেলা আয়ুক্তের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে অন্তোদয় অন্ন যোজনার কার্ডধারীদের জন্য ৩৫ কেজি করে চাল এবং প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড কার্ড এর জন্য মাথাপিছু ৫ কেজি করে চাল মার্চ মাসে বন্টন করা হবে। মার্চ মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অন্ন সেবার জন্য নির্ধারিত দিনগুলিতে ই-পস মেশিনের মাধ্যমে বিনামূল্যের এই চাল বন্টন করতে বলা হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় প্রয়াত তারাপীঠ মন্দিরের সেবায়েত সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

বীরভূম, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বীরভূমের তারাপীঠ মা তারার মন্দিরের সেবায়েত সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে সাহেবের। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি রামপুরহাট থেকে তারাপীঠের দিকে আসছিলেন। সেই সময় পথ দুর্ঘটনার মুখে পড়েন তিনি। এলাকাবাসীদের তৎপরতায় তাঁকে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তাঁর মৃত্যুর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই তারাপীঠ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

বালি পাচার রুখতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে জিতেন্দ্র তিওয়ারি

আসানসোল, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): 'অবৈধভাবে' বালি পাচার রুখতে প্রতিবাদ করেছিলেন বিজেপি নেতা। আর তাতেই কার্যত প্রাণ হাতে করে নিয়ে ফিরতে হল জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে। শুক্রবার দুপুরে এমনই এক দৃশ্যের সাক্ষী থাকল আসানসোলের জামুরিয়ার বালিঘাট এলাকা। জামুড়িয়ায় অজয় নদ থেকে প্রশাসনের মদতে বালি তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। যেখানে বালি তোলা হচ্ছে তার অদূরেই রয়েছে সরকারি জল প্রকল্পের ইনটেক। অভিযোগ, এমন করে বালি তোলার ফলে জল প্রকল্পের ইনটেক থেকে নদের প্রবাহ সরে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যার ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। এই নিয়ে দিন কয়েক আগে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন স্থানীয় মহিলারা। অভিযোগ তার পরেও বালি তোলা বন্ধ হয়নি। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাস্থলে যান বিজেপি নেতা তথা আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি। সেখানে তিনি পৌঁছতেই তাঁকে আক্রমণ করে বালি মাফিয়ারা। কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে এলাকা ছাড়েন জিতেনবাবু।

তাঁর অভিযোগ, অবৈজ্ঞানিকভাবে, অবৈধ উপায়ে অজয় নদের ওপর বালি তোলা হচ্ছে। তাতে জলপ্রকল্পের ক্ষতি হতে পারে। জিতেন্দ্রর আশঙ্কা, এমন চললে জামুড়িয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ আগামী দিনে পানীয় জল পাবেন না। জলপ্রকল্প বন্ধ হয়ে গেলে কোনও দলের মানুষজনই জল পাবেন না। এই বিষয়ে শাসক দলের অবস্থানও পরিষ্কার করা উচিত বলে তিনি দাবি করেছেন।

শ্রীভূমিতে মার্চ মাসের প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার চাল বরাদ্দ

শ্রীভূমি (অসম) ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শ্রীভূমি জেলায় জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনার অধীনে মার্চ মাসের প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার (পিএমজিকেএওয়াই) বিনা মূল্যের চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। শ্রীভূমির খাদ্য ও গণবন্টন বিভাগ থেকে এই চাল অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার হিতাধিকারীদের রেশন কার্ড পিছু ৩৫ কেজি এবং প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড রেশন কার্ডধারীদের মাথা পিছু ৫ কেজি করে বিনামূল্যে বন্টন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে ভারতীয় খাদ্য নিগম কর্তৃপক্ষকে সাব হোলসেলারদের জন্য বরাদ্দকৃত চালের পরিমাণ এক পত্র যোগে জানিয়ে দিয়েছেন জেলা আয়ুক্ত।

নারী অধিকার সুরক্ষায় আইন বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা শিবির লক্ষীপুরে

শিলচর (অসম) ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নারীর ক্ষমতায়ন ও আইন সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাছাড়ের লক্ষীপুর ব্লকের শ্রীবর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ সচেতনতা শিবির। 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পের ১০ম বর্ষপূর্তি উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে নারী-কেন্দ্রিক আইন ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নারী সংক্রান্ত বিধানগুলির উপর আলোকপাত করা হয়। সরকারের নারী সুরক্ষা ও ন্যায়বিচারের অঙ্গীকারকে দৃঢ় করতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান মহিলাদের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে উঠেছে।

সচেতনতা কর্মসূচিটি 'সঙ্কল্প: ডিস্ট্রিক্ট হাব ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ ওমেন', মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ, কাছাড়, এবং জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, কাছাড় ও অসম রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন হয়। এতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা এবং জেন্ডার পয়েন্ট পার্সনরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, যা নারী-অধিকার ও ন্যায়বিচারের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির এক সম্মিলিত প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব সালমা সুলতানা নারী সংক্রান্ত আইন ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধারার ব্যাখ্যা দেন। তিনি নারীদের আইনি সাক্ষরতার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং তাদের অধিকার সুরক্ষায় প্রযোজ্য বিভিন্ন আইন ও বিধান নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। নারী নির্য্যাতন ও বৈষম্য প্রতিরোধে প্রযোজ্য আইনি ব্যবস্থাগুলির বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি নারীদের সচেতন করে তোলার আহ্বান জানান।

এছাড়া, ওয়ান স্টপ সেন্টারের কেন্দ্র প্রশাসক রূপালী আকুরা 'মিশন শক্তি' প্রকল্পের অধীনে নারীদের জন্য উপলব্ধ বিভিন্ন সহায়তা পরিষেবা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, সংকটে থাকা নারীদের সহায়তা দিতে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অনুষ্ঠানে অসম রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের ব্লক প্রোগ্রাম ম্যানেজার শার্লিবোম রংপিপি এবং ব্লক কোঅর্ডিনেটর মোহন দেব-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। তাদের উপস্থিতি গ্রামীণ স্তরে নারীদের আইনি সচেতনতা ও ক্ষমতায়ন বাড়ানোর ক্ষেত্রে বহুপাক্ষিক সহযোগিতার গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে।

সার্বিকভাবে, এই সচেতনতা শিবিরটি নারীদের আইনি অধিকারের বিষয়ে অবহিত করার পাশাপাশি তাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করেছে। বক্তারা বারবার জোর দিয়ে বলেন, আইন সম্পর্কে সচেতনতা না থাকলে নারীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। তাই সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীদের জন্য আইনগত সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

নারী অধিকার, ন্যায়বিচার ও সামাজিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান সমাজে নারীদের জন্য আরও তথ্যসমৃদ্ধ ও ক্ষমতায়িত ভবিষ্যৎ গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে ধ্যানের ওপর গুরুত্ব আরোপ উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শুক্রবার দিল্লিতে গ্লোবাল কনফারেন্স অফ মেডিটেশন লিডারসে বক্তব্য রাখেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। তিনি বলেন, মানসিক অস্থিরতা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। দুশ্চিন্তা এবং অবসাদই এই মানসিক অস্থিরতার জন্ম দিয়েছে। মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে ধ্যানের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সুস্থিতি উন্নয়নের সঙ্গে সমতা রেখেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এপ্রসঙ্গে ভারতের পাঁচ হাজার বছরের পুরনো সভ্যতা সংস্কৃতির কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, প্রাচীন ভারত ধ্যানের ওপরই জোর দিত। মানুষকে শান্ত এবং দৃঢ়চেতা করতে এর কোন বিকল্প নেই।

"তবু আমি বাংলা ভাষা নিয়ে আশাবাদী" ডঃ রামকুমার মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): "বাংলা ভাষা আগের চেয়ে দুর্বল হয়েছে। উপযোগিতা কমেছে। তবু আমি আশাবাদী। এই ভাষা উঠে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা। বরং ফের যে বাংলা ভাষার নবজাগরণ হবে না, কে হলফ করে বলতে পারেন?"

শুক্রবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলেন ডঃ রামকুমার মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় ভাষা বিশেষজ্ঞ, সুপরিচিত লেখক-প্রাবন্ধিক, বিশ্বভারতীর প্রকাশনা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ভারতীয় ভাষা পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি, সাহিত্য আকাদেমীর পরিচালনমন্ডলীর প্রাক্তন সদস্য এ ধরণের অসংখ্য পালক তাঁর সাফল্যের মুকুটে।

প্রশ্ন বাংলা ভাষার গুরুত্ব কমছে, সেটা বোঝার সহজ উপায় কী?

উঃ বাংলা মাধ্যমের কিছু স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা যাচ্ছে। সে সব স্কুলে ইংরেজি মাধ্যম যুক্ত করে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এতেই তো ব্যাপারটা বোঝা যায়। বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার গুরুত্ব কমে গেলে বাস্তব জীবনেও নানাভাবে তার প্রতিফলন পড়ে।

প্রশ্ন ভারতের অন্য ভাষার ক্ষেত্রেও কি একই ছবি লক্ষ্য করা যাচ্ছে?

উঃ হ্যাঁ। কমবেশি একই। চাকরির ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। ফলে ইংরেজি শিক্ষার উপযোগিতা বহুকাল ধরেই বেড়েছে, বাড়ছে।

প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক দশকে বাংলা ভাষা প্রসারে রাজ্য সরকারগুলো কি যথেষ্ট সদর্থক ভূমিকা নিতে পেরেছে?

উঃ না। আরও উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল। দিল্লিতেও হিন্দি মাধ্যমের স্কুলগুলোর নাভিশ্বাস উঠছিল। কিন্তু মূলত এএপি সরকারের অতিশি মারলেনার (সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) উদ্যোগে ওই অবস্থা অনেকটাই বদলিয়েছে। উনি, বা ওরা পারলে অন্য রাজ্যেরও পারা উচিত!

প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গে বাংলা আকাদেমী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি সংগঠন বাংলা ভাষার স্থায়ীত্বের

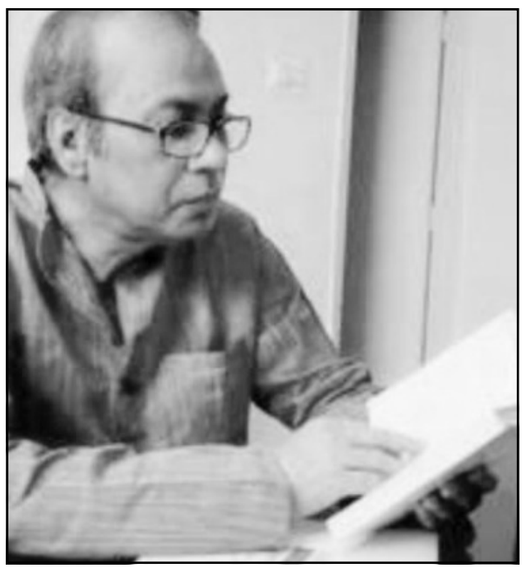

ব্যাপারে কতটা ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে?

উঃ দেখুন, এঁদের উচিত ছিল পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সমন্বয় সাধন। সেটা এঁরা করতে পেরেছেন কিনা, তা নিয়ে অনেকের সংশয় আছে। বড় মাছ ছোট মাছকে খেয়ে নেয়। যেমন হিন্দির পেটে কিছু ছোট ভাষা চলে গিয়েছে। সব ভাষাকেই বাঁচিয়ে রাখা দরকার। ভারত সরকার সে কারণে কম মানুষের ভাষাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে নানাভাবে চেষ্টা করছে। এটা একটা শুভ উদ্যোগ।

প্রশ্ন বাংলা ভাষার প্রসার এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের ভূমিকা আপনার চোখে কীরকম? বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন কি বাংলার ভিত মজবুত করেছিল?

উঃ বাংলাদেশের জন্ম তো '৭১-এ। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন আরও দু'দশক আগের! কিন্তু বাংলা তো হাজার বছরের ভাষা। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের কয়েক খণ্ডের ওডিবিএল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেলপ্রাপ্তি এ সবের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি তো কবেই এসেছে!

গেরাসিম লেবেদেভ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বহুভাষিক থিয়েটার প্রযোজনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে বেছে নিয়েছিলেন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকে। এ রকম অসংখ্য উদাহরণ আছে। তবে, শিলচর, মানভূম এবং পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনকে অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাই।

প্রশ্ন এবারের আন্তর্জাতিক ভাষাদিবসে ওপার বাংলায় কি অন্য ছবি?

উঃ সপ্তদশ শতকেও মুসিমদের অনেকে বাংলাকে হিন্দুদের ভাষা বলে মনে করতেন। এখনও করেন। বাংলাদেশে ছোট ভাষাগুলোকে সংরক্ষণের সফল চেষ্টা হয়নি। যেটা ভারতে সুন্দরভাবে হয়েছে। ভাষার সঙ্গে ধর্ম জড়িয়ে গেলে বিপদ। কাশ্মীরী ভাষাকে ভারত কিন্তু বরাবর সযত্নে লালন করেছে। যেমন ভারতের সুসম্পর্ক রয়েছে উর্দু ভাষার সঙ্গে। আসলে পাকিস্তান সৃষ্টির মূলেই তো গণ্ডগোল ছিল! এবারের আন্তর্জাতিক ভাষাদিবসে বাংলাদেশের একাংশের বাংলা-বিরোধী মনোভাবে তাই অস্বাভাবিকতার কিছু নেই।

প্রশ্নবাংলা ভাষা নিয়ে আশার আলো কিছু দেখছেন?

উঃ বাংলা সংবাদপত্রগুলো আছে। বইমেলাগুলো আছে। কিছু বইমেলায় যথেষ্ঠ বই বিক্রি হয়। এগুলো তো আশাবাদেরই লক্ষণ!

প্রশ্নআপনি একদিকে স্বীকার করছেন, বাংলা ভাষা সঙ্কটে। তা সত্ত্বেও আপনি আশাবাদী। এটা দু'রকম ভাবনার প্রতিফলন নয়?

উঃ দেখুন, বাংলা ভাষা অনেক আঘাত সহ্য করেছে। মোঘল আমলে রাজত্ব করেছে পার্শি ভাষা। অনেক চাপ সত্ত্বেও কবি মুকুন্দরাম বাংলা ভাষাকে তাঁর মতো করে বিকশিত করেছেন। মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র-সহ বহু রথী-মহারথীকে বাংলা পেয়েছে লেখক-কবি-নাট্যকার হিসাবে। একা রবীন্দ্রনাথ ঘুরিয়ে দিয়েছেন বাংলা ভাষার ভোল। সেই নবজাগরণ যে আবারও আসবে না, কে হলফ করে বলতে পারেন?

বাংলার ঐতিহ্য উদযাপনে আইএইচএআর-এর প্রথম বার্ষিক সম্মেলন

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড রিসার্চ (আইএইচএআর) পশ্চিমবঙ্গ শাখা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

বাংলার সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস, সাহিত্যিক ঐতিহ্য, দৃশ্যমান, নির্মিত ও অদৃশ্য ঐতিহ্য, বাংলার ঐতিহ্য সংরক্ষণের শিল্প ও লক্ষ্য এবং বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্মৃত বিপ্লবী আন্দোলনের ঐতিহ্য সহ নানা বিষয় আলোচিত হবে সভায়। জাতীয় গ্রন্থাগারের মতো একটি ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, যা এই আয়োজনের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, রবিবার সকাল ১০:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৬:৩০টা পর্যন্ত চলবে এই সভা। অনন্য বিষয়গুলির উপর ১৫ জন বক্তা এবং ৫টি প্যানেল আলোচনায় শিক্ষাবিদ, গবেষক, পণ্ডিত, ঐতিহ্য সংরক্ষণবিদ এবং লেখকরা একই মঞ্চে মিলিত হবেন। অনুষ্ঠানটিতে শ্রোতাদের জ্ঞান, তথ্য, আনন্দ এবং বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্বে আলোকিত করার লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

আইএইচএআর পশ্চিমবঙ্গ শাখা বাংলার গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি ভালোবাসা ও গর্ব রয়েছে এমন সকলের সহায়তায় এই সম্মেলন আয়োজন করতে পেরে গর্বিত বলে জানানো হয়েছে।

শ্রীনগরে অগ্নিকাণ্ড, ৪ টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত

শ্রীনগর, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শ্রীনগরের পুরনো শহরের বোহরিকাদল এলাকায় শুক্রবার ভোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত চারটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এক আধিকারিক জানান , সকালে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। দমকল ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন, দুই থেকে তিনটি আবাসন আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলছে। দমকলকর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানি বা আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। কীভাবে অগ্নিকাণ্ড, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অকাল বর্ষণে জলমগ্ন মানকরের আইসিডিএস সেন্টার, বিপাকে পড়ুয়ারা

দুর্গাপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অকাল বর্ষণের ফলে নিকাশির বেহাল দশা ফের সামনে এল। জমা জল উপচে মানকরের ৬৯ নম্বর আইসিডিএস সেন্টার কার্যত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। রান্নাঘরেও ঢুকে পড়েছে নোংরা জল, তবু তার মধ্যেই কোনও রকমে রান্না করে পড়ুয়াদের দেওয়া হচ্ছে মিড-ডে মিল। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিশু ও প্রসূতি মায়েদের খিচুড়ি নিতে দেখা যায়। ঘটনায় সরব হয়েছে বিজেপি, রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চরম গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে তারা।

মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরি সংলগ্ন ৬৯ নম্বর আইসিডিএস সেন্টারটি ১৯৯৬ সালে নির্মিত হয়। বর্তমানে এখানে ২৫ জন পড়ুয়া রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক বছর আগে আশপাশের জমি ভরাট করা হলেও আইসিডিএস সেন্টারটি নীচু অবস্থায় থেকে যায়, যার ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই সেখানে জল জমে যায়। তার উপর, সেন্টারের ঠিক লাগোয়া একটি ড্রেন থাকায় বর্ষা হলেই নোংরা জল উপচে ভিতরে ঢুকে পড়ে। বৃহস্পতিবার অকাল বর্ষণ হয়, যার ফলে এই সেন্টারে এক হাঁটু পর্যন্ত জল জমে যায়।

অভিযোগ, অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির মধ্যেও সেখানে চলে মিড-ডে মিল রান্নার কাজ। রান্নাঘরে জল ঢুকে পড়ায় উঁচু পাটাতনের উপর উনুন বসিয়ে কোনও রকমে খাবার তৈরি করা হয়। সেন্টারের শিক্ষিকা সুলেখা সাহা জানান,বৃষ্টি হলেই সমস্যা চরমে ওঠে। উঁচু উনুন করে রান্না করা হলেও, নোংরা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। বাধ্য হয়ে ড্রামের উপর চালের বস্তা রাখা হয়েছে, যাতে খাবার নষ্ট না হয়। আমরা পঞ্চায়েত ও ব্লক সিডিপিওকে বিষয়টি জানিয়েছি।

ঘটনায় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বিজেপি। দুর্গাপুর-বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি রমন শর্মা বলেন,রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নও তলানিতে এসে ঠেকেছে। এনআরইজিএ প্রকল্পে কংক্রিটের রাস্তা ও ড্রেন তৈরি হলেও সেগুলি নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। পঞ্চায়েতের সদিচ্ছার অভাব এবং চরম উদাসীনতার কারণেই এমন নোংরা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কেন্দ্র সরকার অর্থ বরাদ্দ করলেও, রাজ্য সরকার সেই টাকা উৎসব-মেলার পেছনে খরচ করছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে আমরা আন্দোলনে নামব। এই বিষয়ে গলসী-১ বিডিও জয়প্রকাশ মণ্ডল জানান,বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শুক্রবার আগরতলায় ভোলেন্টারি হেলথ এসোর উদ্যোগে একদিবসীয় এক কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়।

শুক্রবার বঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, কিছু জেলা শুষ্ক

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আবার শুষ্ক থাকবে কয়েকটি জেলা। তেমনটাই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের তরফে।

জানা গেছে, এদিন হালকা বৃষ্টি হতে পারে দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ও নদিয়ায়। তবে এদিন শুষ্ক থাকার সম্ভবনা হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, দুই বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ। শুক্রবার কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যাথাক্রমে ২৯ ডিগ্রি এবং ১৯ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।

এদিকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও মালদার একটি বা দুটি অংশে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। শুষ্ক থাকার সম্ভবনা আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর।

শনিবার উপরাষ্ট্রপতি একদিনের সফরে মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শম্ভাজি নগরে

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় শনিবার একদিনের সফরে মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শম্ভাজি নগর সফরে যাবেন। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো একথা জানিয়ে বলেছে, সফরে উপরাষ্ট্রপতি মহারাষ্ট্রের শম্ভাজি নগরে ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর মারাঠাওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৫তম সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। তিনি শম্ভাজি নগরে এসবি কলেজে সংবিধান সচেতনতা বর্ষ এবং অম্রুত মহোৎসবের সূচনা করবেন।

এই সফরের অঙ্গ হিসেবে জগদীপ ধনখড় ইলোরায় গ্রুশনেশ্বর মন্দিরে পুজো দেবেন এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করবেন। তিনি ইলোরা গুহা (কৈলাস) পরিদর্শন করবেন।

সোল লিডারশিপ কনক্লেভের উদ্বোধন নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লির ভারত মণ্ডপমে শুক্রবার সকালে এসওইউএল (সোল) লিডারশিপ কনক্লেভের উদ্বোধন করেন। সোল লিডারশিপ কনক্লেভের প্রথম সংস্করণের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, এমন কিছু বিষয় আছে যা হৃদয়ের খুব কাছের। আজকের এটিও তেমনই।

তিনি বলেন, ভাল নেতৃত্বের বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা সময়ের প্রয়োজনেই। তাই সোল প্রতিষ্ঠা বিকশিত ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় পদক্ষেপ।

উল্লেখ্য, ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)-র তরফে জানানো হয়েছিল, ২১ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি ২ দিনের এসওইউএল লিডারশিপ কনক্লেভ একটি উচ্চ পর্যায়ের মঞ্চের কাজ করবে, যেখানে রাজনীতি, ক্রীড়া, শিল্পকলা ও সংবাদমাধ্যম, আধ্যাত্মিক জগৎ, জননীতি, বাণিজ্য এবং সামাজিক ক্ষেত্রের মতো বিভিন্ন জগতের নেতারা তাঁদের প্রেরণাদায়ক জীবনের কথা ভাগ করে নেবেন এবং নেতৃত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবেন। কনক্লেভে সহযোগিতা এবং ভাবনা-চিন্তার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হবে, যেখানে তরুণ শ্রোতাদের অনুপ্রেরণা দিতে ব্যর্থতা এবং সাফল্য এই দুইয়ের থেকেই শিক্ষা নেওয়ার পাঠ দেওয়া হবে।

গুজরাটের স্কুল অফ আল্টিমেট লিডারশিপ একটি নেতৃত্ব সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, যা মানুষের কল্যাণে যোগ্য নেতা তৈরি করে। এর লক্ষ্য প্রথাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রটি প্রসার করা এবং তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা, যাঁরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে বলেই নয়, গণপরিষেবার জন্য আগ্রহ, দায়বদ্ধতা এবং মেধা নিয়ে উঠে এসেছে। এসওইউএল দেবে অন্তর্দৃষ্টি, দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ পরামর্শ, যাতে বর্তমান পৃথিবীতে নেতৃত্বের সামনে থাকা জটিল সমস্যাগুলি অতিক্রম করা যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রধানমন্ত্রী দিল্লিতে প্রথম সোল লিডারশিপ কনক্লেভের উদ্বোধন করবেন শুক্রবার

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লির ভারত মণ্ডপমে শুক্রবার সকাল ১১টায় প্রথম এসওইউএল (সোল) লিডারশিপ কনক্লেভের উদ্বোধন করবেন। তিনি সমাবেশে ভাষণও দেবেন। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দাশো শেরিং টোপগে প্রধান অতিথি হিসেবে মুখ্য ভাষণটি দেবেন। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) জানিয়েছে এই বিষয়ে। পিআইবি জানিয়েছে, ২১ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি ২ দিনের এসওইউএল লিডারশিপ কনক্লেভ একটি উচ্চ পর্যায়ের মঞ্চের কাজ করবে, যেখানে রাজনীতি, ক্রীড়া, শিল্পকলা ও সংবাদমাধ্যম, আধ্যাত্মিক জগৎ, জননীতি, বাণিজ্য এবং সামাজিক ক্ষেত্রের মতো বিভিন্ন জগতের নেতারা তাঁদের প্রেরণাদায়ক জীবনের কথা ভাগ করে নেবেন এবং নেতৃত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবেন। কনক্লেভে সহযোগিতা এবং ভাবনা-চিন্তার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হবে, যেখানে তরুণ শ্রোতাদের অনুপ্রেরণা দিতে ব্যর্থতা এবং সাফল্য এই দুইয়ের থেকেই শিক্ষা নেওয়ার পাঠ দেওয়া হবে। গুজরাটের স্কুল অফ আল্টিমেট লিডারশিপ একটি নেতৃত্ব সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, যা মানুষের কল্যাণে যোগ্য নেতা তৈরি করে। এর লক্ষ্য প্রথাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রটি প্রসার করা এবং তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা, যাঁরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে বলেই নয়, গণপরিষেবার জন্য আগ্রহ, দায়বদ্ধতা এবং মেধা নিয়ে উঠে এসেছে। এসওইউএল দেবে অন্তর্দৃষ্টি, দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ পরামর্শ, যাতে বর্তমান পৃথিবীতে নেতৃত্বের সামনে থাকা জটিল সমস্যাগুলি অতিক্রম করা যায়।

প্রয়াগরাজ থেকে ফেরার পথে ভোজপুরে গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষ, নিহত ৬

পাটনা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিহারের ভোজপুর জেলায় শুক্রবার সকালে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা হয়। এই দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা ৬ তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ থেকে ফিরছিলেন বলে জানা গেছে।জানা গেছে, নিহতদের মধ্যে এক দম্পতি ও তাঁদের দুই সন্তানও রয়েছে। আরা-মোহনিয়া জাতীয় সড়কের জগদীশপুর থানা এলাকার দুলহানগঞ্জ বাজারে অবস্থিত পেট্রোল পাম্পের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তীর্থযাত্রীদের গাড়িটি দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে। তাতেই মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা ৬ জনের। নিহতদের মধ্যে চারজন মহিলা ও দুজন পুরুষ রয়েছে।

নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ আগরতলা পুর নিগম, প্রতিবাদে গণ ডেপুটেশন

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী: রাজ্যে নেশার সাম্রাজ্য, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, মশার উপদ্রব এবং আকাশ ছোঁয়া বৃদ্ধি কর কাঠামো নিয়ে নীরব রাজ্য সরকার ও পুর প্রশাসন। এককথায় নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হয়েছে আগরতলা পুর নিগম। আজ এমনটাই অভিযোগ তুলে নিগমের পূর্ব জোনাল অফিসে গণডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে সিপিআইএমের পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটি। এদিন সিপিআইএমের এক কর্মী বলেন, ডাবল ইঞ্জিন লের নামে একটি বিকল ইঞ্জিন চলছে। সরকার নামক বস্তু রাজ্যে আছে কি না তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। মানুষের সুযোগ সুবিধা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার গঠিত হয়। কিন্তু রাজ্যে জনগণের সুযোগ সুবিধা তো দূরের কথা জ্বলন্ত সমস্যাই সমাধান করতে পারছে না। এদিন তিনি আরও বলেন, রাজ্যে নেশার সাম্রাজ্য, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, মশার উপদ্রব এবং আকাশ ছোঁয়া বৃদ্ধি কর কাঠামো নিয়ে নীরব রাজ্য সরকার ও পুর প্রশাসন। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন সিপিআইএমের পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে এক গণডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

স্বীকারোক্তি প্রদ্যোতের

● প্রথম পাতার পর

এদিন তিনি আরও বলেন, একজন ব্যক্তি জীবনে সততা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন না করলে কখনো সুখী হতে পারেন না। অর্থ কখনো মানুষকে সুখী করতে পারে না। এডিসিতে যাঁরা দূর্নীতিতে নিম্মজিত তাঁদের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে হবে। কারণ, আগামীদিনে দুর্নীতির কারণে তিপ্রাসাদেরই ক্ষতি হবে। চুপ থাকলে কখনো দুর্নীতি দমন করা যাবে না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে দলীয় নেতাকর্মীদের লড়াই আরো তেজী করতে হবে, বার্তা দিয়েছেন তিনি।

পাশাপাশি, এদিন তিনি একনিষ্ঠ কর্মীদেরও দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। কারণ, দলের একমাত্র লক্ষ্য তিপ্রাসাদের উন্নয়ন।

৭ এপ্রিল অর্থমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সুন্দরী মন্দিরের উদ্বোধন হতে পারে। এমনটাই বর্তমানে স্থির হয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতির জন্য এই দিন পরিবর্তনও হতে পারে। আগামী ২০ মার্চের মধ্যে মন্দিরের কাজ সম্পন্ন হবে। তারপরেই উদ্বোধনের প্রস্তুতি শুরু হয়। মন্দির নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের পথে। এছাড়াও মন্দির এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহ মন্দির এলাকার সৌন্দর্যায়নে যেন কোনো বাধা না পরে তার জন্য আশপাশের দোকানগুলিতে প্রশাসনিক অভিযান চালানো হয়েছে। মন্দির এলাকায় কোনো ধরনের অসামাজিক কাজ বরদাস্ত করা হবে না বলে জানান মন্ত্রী।

এদিকে সামাজিক মাধ্যমে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের রঙ নিয়ে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সেই বিষয়েও কড়া জবাব দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, যারাই এই ধরনের বক্তব্য রাখছেন তারা নাস্তিক। তারা কখনো মায়ের মন্দিরে পা রাখেননি। মায়ের মন্দিরের রং অপরিবর্তিত। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই।

ভিত্তি ঃ প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কোনও একটি ভাষা বা রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোনও অনুষ্ঠান নয়, মারাঠি সাহিত্য সম্মেলন স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুভূতি বহন করে। তিনি বলেন যে মহারাষ্ট্র এবং মুম্বই হিন্দি ছবির সাথে মারাঠি চলচ্চিত্রের মর্যাদা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রয়েছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, সারা বিশ্বে আজ যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হচ্ছে। প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়ে থাকে। বর্তমান সরকারও রাজ্যের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য পদ্মশ্রী ড. অরুণোদয় সাহা বলেন, মানুষের মনের ভাব, চিন্তা প্রকাশ করার অন্যতম মাধ্যম হল মাতৃভাষা। মায়ের দুধের যেমন বিকল্প নেই তেমনি মাতৃভাষারও বিকল্প নেই। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মধ্যশিক্ষা ও বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা এন সি শর্মা। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তরের অধিকর্তা আনন্দহরি জমাতিয়া এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের অধিকর্তা এল দারলং। রাজ্যভিত্তিক এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যময় পোশাকে সজ্জিত হয়ে নিজ নিজ মাতৃভাষায় নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রদর্শন করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বাংলা, ককবরক ও হিন্দি ভাষায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন।

ভারতের কৃষি পণ্যের রপ্তানির অভূতপূর্ব বৃদ্ধি

ত্রিপুরার কাঁঠাল প্রথমবার আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারী : প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়, ভারতের কৃষি রপ্তানি অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, অনেক পণ্য প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করেছে। এই ঐতিহাসিক সম্প্রসারণ বাণিজ্যের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তা, কৃষকদের ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি এবং ভারতের সমৃদ্ধ কৃষি ঐতিহ্যকে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে দেবার জন্যও বিশেষ গুরুত্ব বাহন করেছে। বিদেশি ফল থেকে শুরু করে ঐতিহ্যবাহী প্রধান পণ্য পর্যন্ত এখন রফতানি হচ্ছে। লক্ষ্যণীয় যে, মোদী সরকারের আত্মনির্ভর ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় কৃষকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছে।

প্রথমবারের জন্য রপ্তানি করতে পারা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কৃষি পণ্যের কথা তুলে ধরা হল: ভারতীয় বেদানা বা ডালিমের সমুদ্র পথে অস্ট্রেলিয়া পাড়ি : ভারতের কৃষি রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে, ভারত সমুদ্রপথে প্রথবারের মতো অস্ট্রেলিয়ায় যথাক্রমে প্রিমিয়াম সাঙ্গোলা এবং ভগওয়া ডালিমের প্রথম চালান পাঠিয়েছে। এই সাফল্য অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের ফলের বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়িয়েছে, যা আরও বেশি ভারতীয় পণ্যকে বিশ্ব সরবরাহ শৃঙ্খলে প্রবেশের পথ সুগম করেছে।

পোল্যান্ডে প্রথমবার রপ্তানি করা ফিগ জুস: ভারতের অনন্য জিআই-ট্যাগযুক্ত পুরন্দর ডুমুর এখন ইউরোপের বাজারেও বেশ উদ্দীপনা তৈরি করছে। ২০২৪ সালে, মোদী সরকারের উদ্যোগে পুরন্দর ডুমুর থেকে তৈরি পানীয় থেকে প্রস্তুত ডুমুরের রস পোল্যান্ডে রপ্তানির ব্যবস্থা করা হয়। এর আগে ২০২২ সালে জার্মানিতেও এই পণ্য রপ্তানি করা হয়েছিল। পুরন্দর ডুমুর তার অনন্য স্বাদ এবং আকৃতির জন্য বিশেষ পরিচিত। এটি বিশ্ব মঞ্চে ভারতের অনন্য কৃষি-পণ্যের প্রচারের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যও বটে।

প্রথমবার ড্রাগন ফল রপ্তানি হলো লন্ডন, বাহরাইনে :

ফল রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনার জন্য ভারত সরকারের প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে, ফাইবার এবং খনিজ গুনে সমৃদ্ধ ড্রাগন ফল, যা স্থানীয়ভাবে 'কমলম' নামে পরিচিত, ২০২১ সালে লন্ডন এবং বাহরাইনে রপ্তানি করা হয়। লন্ডনে রপ্তানি করা চালান গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলের কৃষকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল, অন্যদিকে বাহরাইনে পাঠানো চালান পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরের কৃষকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টাটকা ডালিমের প্রথম পরীক্ষামূলক চালান: ২০২৩ সালে, ভারত বিমানের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডালিমের প্রথম পরীক্ষামূলক চালান রপ্তানি করে মার্কিন বাজারে তার উপস্থিতি সম্প্রসারণের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। মহারাষ্ট্র থেকে ভগওয়া ডালিম রপ্তানির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং দেশ থেকে ফল রপ্তানির প্রায় ৫০ শতাংশ রাজ্যের সোলাপুর জেলা থেকে আসে।

অসমের 'লেটেকু' ফল দুবাইয়ে রপ্তানি:

উত্তর-পূর্বের জন্য একটি বড় উৎসাহের কাহিনী হিসেবে, ২০২১ সালে, অসমীয়া ভাষায় 'লেটেকু' নামে পরিচিত বার্মিজ আঙ্গুরের প্রথম চালান গুয়াহাটি থেকে দিল্লি হয়ে দুবাইতে পাঠানো হয়েছিল। এই রপ্তানি অসমের ফলকে বিদেশী পণ্যের বিশ্ব মানচিত্রে স্থান দিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সম্ভাবনার কথাও তা প্রমাণ করে।

ত্রিপুরা থেকে জার্মানি পর্যন্ত কাঁঠাল: জার্মানি ২০২১ সালে ত্রিপুরার সুস্বাদু কাঁঠালের স্বাদ পেয়েছে কারণ সেবছর ত্রিপুরা থেকে প্রথমবারের মতো জার্মানিতে বিমান পথে টাটকা কাঁঠাল রপ্তানি করা হয়। আগরতলা থেকে এক মেট্রিক টন তাজা কাঁঠালের প্রথম চালান পাঠানো হয়। এটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্য রপ্তানি মানচিত্রে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার প্রতিফলন।

প্রথমবার নাগাল্যান্ড থেকে লন্ডনে রাজা চিলি 'রাজা লংকা': ২০২১ সালে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে জিআই পণ্যের রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি বড় উৎসাহের আকর হিসাবে, নাগাল্যান্ড থেকে 'রাজা লংকা', যা 'কিং চিলি' নামেও পরিচিত তার একটি চালান, , প্রথমবারের মতো গুয়াহাটি হয়ে লন্ডনে রপ্তানি করা হয়। এর পচনশীল প্রকৃতির কারণে, এই পণ্যটি রপ্তানি করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল, কিন্তু ভারত সফলভাবে তার বিমান পরিষেবা দেবার মাধ্যমে বিশেষ কৃষি-রপ্তানি পরিচালনার ক্ষেত্রে তার সক্ষমতাকে তুলে ধরে।

অসম থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম 'লাল চাল' র রপ্তানি:

২০২১ সালে, ভারতের চাল রপ্তানির সম্ভাবনাকে বড়রকমের উৎসাহ দেওয়ার জন্য, 'লাল চাল'-এর প্রথম চালানটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়েছিল। এই লাল চাল অসমের বিখ্যাত পণ্য। কোনও রাসায়নিক সার ব্যবহার না করেই অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় লোহা সমৃদ্ধ 'লাল চাল' চাষ করা হয়। চালের এই জাতটি 'বাও-ধান' পরিচিত, যা অসমীয়া খাবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কেরল থেকে দুবাই ও শারজায় ভাজাকুলাম আনারসের প্রথম চালান: ২০২২ সালে, ভারত কেরলের এর্নাকুলামের ভাজাকুলাম থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাই ও শারজাহ পর্যন্ত জিআই ট্যাগযুক্ত "ভাজাকুলাম আনারস"-এর প্রথম চালানটি রপ্তানি করে। এর ফলে আনারস চাষিরা আরও ভালো আয় করতে পারবেন এবং বিশ্ব বাজারে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের আরও বেশি প্রচার প্রসার পাবেন।

আগরতলায় আয়কর দপ্তরের উদ্যোগে আয়কর ভবনে মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি: আগরতলায় আয়কর দপ্তরের উদ্যোগে আয়কর ভবনে এক মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। সহযোগিতায় ছিল ত্রিপুরা স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল। আজকের এই রক্তদান শিবিরে আয়কর দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার রূপণ ভট্টাচার্য সহ দপ্তরের কর্মীদের পাশাপাশি স্পোর্টস কাউন্সিল,পিডব্লিউডি, ত্রিপুরা পুলিশ ,তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এর কর্মীরা বিশেষ সহায়তা করেন এবং রক্তদানে এগিয়ে আসেন। আগরতলা আয়কর ভবনে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের ৬০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

এছাড়া উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরেও আয়কর দপ্তরের উদ্যোগে এদিন রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকরা জানান দেশব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই আজ এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

টাকা ঃ কৃষিমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

৯৭ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা এবং ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৭০ জন কৃষক ১০৪ কোটি ৩১ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা পেয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, কৃষকের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী আবারও কিষান সম্মান নিধি প্রদান করবেন। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ওই প্রকল্পের ১৯তম কিস্তি বাবদ সারা দেশে ৯ কোটি ৭০ লক্ষের অধিক কৃষকের ঘরে ২২ হাজার কোটি টাকা তিনি পৌছে দেবেন। তাতে, ত্রিপুরায় ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩১৫ জন কৃষক ৫০ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা পাবেন। তিনি জানান, ওইদিন রাজ্যস্তরের পাশাপাশি জেলা, ব্লক এমনকি গ্রামস্তরেও সুবিধাভোগী কৃষকরা উপস্থিত থাকবেন এবং বিহারে ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত কিষান সম্মান সমারোহের ভার্চুয়ালি অংশ নেবেন।

এদিকে, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ২০১৮-১৯ অর্থ বছর থেকে সত্যিকার অর্থে কৃষকের কল্যাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে এদিন কৃষি মন্ত্রী দাবি করেছেন। তাঁর দাবি, ২০১৮-১৯ অর্থ বছর থেকে এখন পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৮৫ জন কৃষককে ২১৪১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বর্তমান সরকার সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের উদ্যোগ নিয়েছে। তাঁর দাবি, ২০১৮-১৯ অর্থ বছর থেকে এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ১৭ হাজার ১০৮ জন কৃষকের কাছ থেকে ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৬৫ মেট্রিক টন ধান সহায়ক মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে। তাতে, রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে ৪৪৬ কোটি ১৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। ফলে, রাজ্যের কৃষকরা বাজার দরের তুলনায় ১১২ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বেশি পেয়েছেন।

কবলে বোলেরো গাড়ি

● প্রথম পাতার পর

উদয়পুর সড়কে টিআর০১জি১৯২৩ নম্বরের বোলোরো গাড়ি দেওয়ান বাজার থেকে বালি বোঝাই করে মেলাঘরের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় আসতেই গাড়ির সামনের চাকা ফেঁটে সড়কে উল্টে যায়। বিকট শব্দ পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে দৌড়ে ছুটে গিয়েছপ এবং গাড়ি থেকে আহত চালক উত্তম দেবনা কে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছে।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ ভারতীয় মজদুর সংঘের কর্মীরা দ্রুত হাসপাতালে ছুটে গিয়েছেন। আহত চালককে মেলাঘর হাসপাতালে সানান্তর করা হয়েছে। তবে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে পথচারীরা।

যাচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ও সংস্কৃতির পরিমন্ডলকে প্রসারিত করবে। আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে তিনি সকল ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তিনদিনের সাহিত্যে উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ভারতের প্রথম মহাকাশচারী উইং কমান্ডার রাকেশ শর্মা। মঞ্চে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য পদ্মশ্রী ড. অরুণোদয় সাহা, বিশিষ্ট ঢাক বাদ্যকর পদ্মশ্রী গোকুল চন্দ্র দাস, বিশিষ্ট সাহিত্যিক পদ্মশ্রী ড. রবি কান্নান, আন্তর্জাতিক বুকার পুরস্কার বিজয়ী গীতাঞ্জলি শ্রী, রাজ্যের বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক বিকচ চৌধুরী, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. রতন সাহা, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক রূপক সাহা এবং উড়ানের সভাপতি ড. সুমন্ত চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডা. রণবীর রায়। মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য অতিথিগণ ক্যানভাসে নিজের মাতৃভাষায় প্রিয় শব্দ লেখে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। সাহিত্য উৎসব উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকারও প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য অতিথিবর্গ। এছাড়াও ভার্চুয়াল মুডে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান করেন তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মা এবং বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

কমলপুরে চালু হল অ্যাপেলো ডায়গণস্টিক সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি: কমলপুরে এই প্রথম চালু হলো এডভান্স কম্পিউটারাইসড প্যাথলজি, ইসিজি, ডিজিটাল এক্স রে ও বিভিন্ন হরমোন পরীক্ষার জন্য অ্যাপেলো ডায়গণস্টিক সেন্টার। এরকম একটি প্যাথলজি চালু হওয়ায় একই ছাদের নিচে সমস্তরকম পরিষেবা পাবে কমলপুরের মানুষ। এতদিন বিভিন্ন পরীক্ষা আগরতলা থেকে করিয়ে আনতে হত।এখন কমলপুরেই সম্ভব হবে। এই প্যাথলজির মালিক হলেন জয়ন্ত দেবনাথ। কমলপুর বিএসএম হাসপাতালের পূর্বদিকে হওয়া এই প্যাথলজি মানুষকে সমস্ত রকম পরিষেবা দিতে পারবে বলে জানান ল্যাবরেটরির মালিক জয়ন্ত দেবনাথ। আজ ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন কমলপুর মহকুমা মেডিকেল অফিসার ডাক্তার চন্দন দেববর্মা। মালিক জয়ন্ত দেবনাথ জানান যে আজকে থেকে একমাস যে আসবেন তাকে বিনামূল্যে সুগার টেস্ট করা হবে। পাশাপাশি তারা বিনামূল্যে বিভিন্ন চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করবে।

চাঁদপুর তহশীল কাছারির নবনির্মিত অফিসের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি: শুক্রবার মোহনপুর মহকুমার হেজামারা ব্লকের অন্তর্গত সিমনা বিধানসভার চাঁদপুর তহশীল কাছারির নব নির্মিত অফিসের উদ্বোধন হলো স্থানীয় বিধায়ক তথা ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, মোহনপুর মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, হেজামারা বি.এ.সি চেয়ারম্যান সুনীল দেব্বর্মাদের হাত ধরে। পাশাপশি এই সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জনগন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মোহনপুর মহকুমা শাসক কার্যালয়ের তরফে স্থানীয় জনগণের হাতে পিআরটিসি, এসটি সহ বিভিন্ন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী বৃষকেতু দেব্বর্মা বলেন এই তহশীল কাছারির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ উপকৃত হবেন। এই তহশীল কাছারির সমস্ত সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব জনগনের। এই দায়িত্ব জনগণকেই নিতে হবে।

আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের

● প্রথম পাতার পর

থেকে বঞ্চিত। সেই চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি সরকার। এখনো অনেকের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। কোর্টে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের। অথচ তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। কিন্তু তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি।

তিনি আরো বলেন, আত্মসমর্পণকারী বৈরী গোষ্ঠীদের দাবি এবং তাদের জীবন জীবিকার বিষয়গুলো নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। তাদের সমস্যাগুলো স্থায়ী সমাধান করা দরকার। বহু বছর ধরে তারা বঞ্চিত। তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে বলেই ত্রিপুরায় আজ শান্তি প্রতিষ্ঠিত। অথচ তাদের দাবি-দাওয়া গুলো নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার উদাসীন। তাই তারা ২১ দফা দাবি নিয়ে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সড়ক অবরোধে বসবে।

অভাবে রাজস্ব ক্ষতি

● প্রথম পাতার পর

কাস্টমস স্টেশনের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মণি পালের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি ওই সমস্ত অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, মনুঘাট ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনে স্ক্যানার কিংবা ওজন পরিমাপের যন্ত্র নেই ঠিকই। কিন্ত, সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করে দেখা হয়। তাছাড়া, ২৫ কেজির মাছের বাক্সে ৩০ কেজি মাছ আনা সম্ভব নয়। তাতে, ওই মাছ পঁচে যাওয়ার যথেষ্ঠ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর দাবি, সমস্ত নিয়ম মেনেই বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি হচ্ছে। মাছ ছাড়াও সিমেন্ট, পিবিসি পাইপ, বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বাংলাদেশ থেকে আমদানি হচ্ছে। এমনকি, খাদ্য সামগ্রী পরীক্ষার জন্যও পাঠানো হচ্ছে। এদিন তিনি বলেন, মনুঘাট ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন করিমগঞ্জ ডিভিশনের অধিনে রয়েছে। ফলে, সাপ্তাহিক ছুটির দিনক্ষণ অন্যান্য ল্যান্ড কাস্টমস থেকে ভিন্ন আছে। তাঁর কথায়, মনুঘাট ল্যান্ড কাস্টমস-এ সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি রবিবার এবং মার্চ থেকে আগস্ট শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি পালন করা হয়। ওইদিন সীমান্তে বাণিজ্য থাকে। তাছাড়া, দুই দেশের জাতীয় ছুটিতেও সীমান্তে বাণিজ্য বন্ধ রাখা হচ্ছে।

এদিকে, শ্রমিকদের পরিচয়পত্র দেওয়ার বিষয়টিও তিনি স্পষ্ট করেছেন। তাঁর বক্তব্য, মনুঘাট ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন সুসংগঠিত নয়। ফলে, পরিকাঠামোর অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি আমরা। তাঁর কথায়, ওই সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন সম পরিমাণ গাড়ি আসে না। ফলে, শ্রমিকদের চাহিদাও প্রতিদিন এক থাকে না। তাই, স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠন শ্রমিকদের পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে।

তিনি বলেন, মনুঘাট ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কমপ্লেক্স তৈরির কাজ বহুদিন ধরে আটকে রয়েছে। ওই কমপ্লেক্স নির্মাণে ২০১৬ সালে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, দুই দেশের মধ্যে সীমান্তে নানা জটিলতার কারণে আজও ওই প্রস্তাব বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর দাবি, পরিকাঠামোর অভাবে মনু ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন পরিচালনা অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ওই কমপ্লেক্স তৈরি হলে পরিকাঠামোর দিক দিয়ে অনেকটাই উন্নত হবে এবং তাতে কাজে অনেক গতি আসবে।

8th-6th page -2025 darpan print.pmd 1 2/22/2025, 1:05 AM

ক্রীড়াঙ্গন

বিপ্রজিতের দুরন্ত ব্যাটিং,জয় দিয়ে অনূর্ধ ১৩ রাজ্য আসর শুরু উদয়পুরের

উদয়পুর - ১৮৯/৮ **অমরপুর - ১০৬**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে রাজ্য আসর শুরু করেছে উদয়পুর মহকুমা দল। বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছে উদয়পুর মহকুমা। এক সময় খাদের কিনারায় থাকলেও বিপ্রজিত দাসের দুরন্ত ব্যাটিং দলকে বড় স্কোর করাতে মুখ্য ভূমিকা নেয়। আর তাতেই জয় আসে উদয়পুর মহকুমার। অমরপুর মহকুমার বিরুদ্ধে। ৮৩ রানে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। বাইখোড়া স্কুল মাঠে শুক্রবার হয় ম্যাচটি। তাতে উদয়পুরের গড়া এক ১৮৯ রানের জবাবে অমরপুর মহকুমা ১০৬ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের বিপ্রজিত দাস ৭৩ রান করে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এক সময় ২৩ রানে চার উইকেট হারিয়ে উদয়পুরের শিবির ঢেকে গিয়েছিল কালো মেঘে। ওই অবস্থায় 'বুধির দুর্গে একা কুম্ভ' হয়ে লড়াই করে বিপ্রজিত দাস। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেয় দেবজিত দেব এবং মর্জি হোসেন। এই ত্রয়ীর দাপটে উদয়পুর নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৮৯ রান করে। দলের পক্ষে বিপ্রজিত ৯৫ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৩, মার্জি হোসেন ৩৩ বল খেলে দশটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৭ এবং দেবজিৎ ৬৩ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। অমরপুরের পক্ষে সুরজিৎ দাস ৩০ রানে পাঁচটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে অমরপুর মহকুমা ১০৬ রান করতে সক্ষম হয়।

ব্যাট হাতে সফল না হলেও বল হাতে সফল শ্রীমন দেবনাথ। শ্রীমনের দুরন্ত বোলিংয়ে ২২ গজে তেমনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি অমরপুর মহকুমার ব্যাটসম্যানরা। দলের পক্ষে করণজিৎ দাস ৬০ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, পিযুষ শীল ৩৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩, নীলাদ্রি শেখর দাস ১৬ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং আশিক দেব ২৪ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ১০ রান। উদয়পুরের পক্ষে শ্রীমন দেবনাথ ১২ নামে তিনটি, রিহান আক্তার চার রানে এবং সায়ন বণিক ২০ রানে দুটি করে উইকেট দখল করে।

অরজু-র বোলিংয়ে গন্ডাছড়াকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের লক্ষ্যে সোনামুড়া

গন্ডাছড়া - ৩৮ **সোনামুড-৪২/২**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে সোনামুড়া। কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার দৌড়ে আরেক কদম এগিয়ে গেল সোনামুড়া মহকুমা ক্রিকেট দল। টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে। বৃহস্পতিবার সদর 'বি'কে পরাজিত করে চমক দেওয়ার পর শুক্রবার সোনামুড়ার ক্রিকেটারদের তেজে ভস্মীভূত হলো গন্ডাছড়া মহকুমা। রাজ্য অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট। বিদ্যাপীঠ মাঠে এদিন হয় ম্যাচটি। তাতে সোনামুড়া মহকুমা হেলায় আট উইকেটে পরাজিত করলো গন্ডাছড়া মহকুমাকে। দলকে জয় এনে দিতে মুখ্য ভূমিকা নেয় আরজু দেববর্মার বিধ্বংসী বোলিং। মূলত একাই আরজু গুঁড়িয়ে দেয় গন্ডছড়াকে। সকালের টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আরজুর আগুন ঝরানো বোলিংয়ে সামনে মাত্র ৩৮ রানে গুটিয়ে যায় গন্ডাছড়া মহকুমা। দলের পক্ষে চয়ন সরকার একমাত্র দুই অঙ্কের রানে পা রাখে। চয়ন ৫১ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। দলের সাতজন ব্যাটসম্যান কোনও রান করতে পারেনি। এছাড়া দল অতিরিক্ত খেতে পায় ১১ রান। সোনামুড়া মহকুমার পক্ষে আরজু দেববর্মা চার রানে পাঁচটি, রাজীব সিনহা দুই রানে এবং প্রীতম দেবনাথ নয় রানে দুটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে সোনামুড়া মহকুমা ৫০ বল খেলে ২ উইকেটে হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে কুলদীপ সরকার ১৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ রানে অপরাজিত থেকে যায়। টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে সদর 'এ'-র সঙ্গে শীর্ষে রয়েছে সোনামুড়া মহকুমা।

অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু ২৪শে, প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে : ডিজিপি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি পর্ব প্রায় চূড়ান্ত। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ৭৩ তম বি.এন মল্লিক মেমোরিয়াল অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫। এবারকার এই আয়োজনের মূল উদ্যোক্তা ত্রিপুরা পুলিশ। রাজধানী আগরতলার পাশাপাশি জিরানীয়া, মোহনপুর, জম্পুইজলা, এবং উদয়পুরস্থিত স্টেডিয়ামে অ্যাস্ট্রো টার্ফ মাঠে সর্বভারতীয় স্তরের পুলিশ দলগুলোর জাতীয় ফুটবল আসরের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে অংশগ্রহণকারী বেশ ক-টি রাজ্য দল তথা পুলিশ ইউনিট এই টুর্নামেন্ট উপলক্ষে আগরতলায় পা রেখেছেন। আজ সন্ধ্যায় পুলিশ হেডকোয়ার্টারে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ ঘিরে বিস্তারিত তথ্যাবলী জানান ডিজিপি অমিতাভ রঞ্জন। উল্লেখ্য, সর্বভারতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা পৃথক পৃথক দুটি বিভাগে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। ফাইনাল ম্যাচ হবে সাত মার্চ। ঐদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও হবে। ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। এতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী ডক্টর (প্রফেসর) মানিক সাহা উপস্থিত থাকবেন। প্রথমবারের মতো ত্রিপুরায় আয়োজিত এই মেগা ইভেন্টে পুরুষ বিভাগে ৩৬ টি এবং মহিলা বিভাগের ৯টি রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় পুলিশ ইউনিট অংশ নেবে। অধিকাংশ দল ইতোমধ্যে আগরতলায় পৌঁছে গেছে। আগামীকাল, শনিবারের মধ্যে সবকটি দল পৌঁছে যাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের প্রায় অর্ধশতক ফুটবলার এই মেগা আসরে বিভিন্ন রাজ্য এবং ইউনিটের হয়ে খেলতে আসবে। প্রতিটি মাঠেই এই টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত। এই মেগা ইভেন্টের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে রাজ্য সরকারের প্রাসঙ্গিক সমস্ত দপ্তর এবং সংস্থা, সংগঠন ত্রিপুরা পুলিশের আমন্ত্রণে সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে।

বিশ্বরেকর্ড শামির !

এক দিনের বিশ্বকাপে যেখানে শেষ করেছিলেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেখান থেকেই শুরু করলেন মহম্মদ শামি। আইসিসি প্রতিযোগিতায় ফিরে আবার ছন্দে তিনি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এক দিনের ক্রিকেটে সবচেয়ে কম বলে এই কীর্তি গড়েছেন ভারতীয় পেসার।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নামার আগে ১৯৭ উইকেট ছিল শামির। ২০০ উইকেটে পৌঁছতে দরকার ছিল ৩ উইকেট। জাকের আলিকে আউট করে ২০০ উইকেটে পৌঁছে যান শামি। ২০০ উইকেট নিতে ৫১২৬ বল করেছেন শামি। বিশ্বে এত কম বলে কোনও বোলার ২০০ উইকেট নিতে পারেননি। এত দিন এই রেকর্ড ছিল মিচেল স্টার্কের দখলে। অস্ট্রেলিয়ার পেসার ২০০ উইকেট নিতে করেছিলেন ৫২৪০ বল।

সবচেয়ে কম ম্যাচের নিরিখে অবশ্য বিশ্বরেকর্ড গড়তে পারেননি শামি। ২০০ উইকেট নিতে ১০৪ এক দিনের ম্যাচ নিয়েছেন তিনি। ১০৪ ম্যাচে ২০০ উইকেট নিয়েছেন সাকলিন মুস্তাকও। এই তালিকায় রেকর্ড রয়েছে স্টার্কের। ১০২ ম্যাচে ২০০ উইকেট নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার পেসার।আইসিসির এক দিনের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উইকেটও শামির দখলে। ৬০ উইকেট নিয়েছেন তিনি। জাহির খান নিয়েছিলেন ৫৯ উইকেট। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট নিয়ে জাহিরকে ছাপিয়ে গেলেন শামি।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) চিকিৎসকেরা বাংলার বোলারকে ফিরিয়ে দিয়েছেন চেনা ছন্দে। বলের সিম আগের মতোই সোজা থাকছে। সুইংও হচ্ছে আগের মতো। সঠিক লেংথে পড়ে ছুটে যাচ্ছে ব্যাটারের দিকে। বলের গতিও বেড়েছে। ২০২৩ সালে এক দিনের বিশ্বকাপ ফাইনালের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেননি শামি। মাঝের ১৪ মাসে গোড়ালির চোট সারাতে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। সুস্থ হওয়ার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরেছিলেন গত নভেম্বরে। বাংলার হয়ে খেলতে নেমে আর এক বিপত্তি হয়। বাঁ পায়ের হাঁটু ফুলে যায়। অস্ট্রেলিয়ার বদলে আবার বেঙ্গালুরুর বিমান ধরতে হয় শামিকে। খেলা হয়নি বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি। তৈরি হয় শামির দেশের জার্সিতে মাঠে ফেরা নিয়ে নতুন জল্পনা। শামি কিন্তু দ্বিধায় ছিলেন না। বরং বোর্ডের চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে ফিটনেস ট্রেনিং করে গিয়েছেন।

আইসিসির শাস্তির মুখে পাকিস্তান

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নামটাই যেন আয়োজক পাকিস্তানের কাছে মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। টুর্নামেন্টের আয়োজন নিয়ে মাসের পর মাস চলেছে টানাপোড়েন। শেষমেশ হাইব্রিড মডেল মেনে নিয়ে যখন টুর্নামেন্টে মাঠে বল গড়াল, তখন প্রথম ম্যাচেই নিউজিল্যান্ডের কাছে মুখ থুবড়ে পড়লেন মহম্মদ রিজওয়ানরা। আর এবার গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো আইসিসির শাস্তির মুখে পড়তে হল তাঁদের।

কী এমন করল পাকিস্তান? আসলে উদ্বোধনী ম্যাচেই স্লো ওভার রেটের জন্য খেসারত দিতে হল বাবর আজমদের। ইনিংস শেষ করতে দেরি করায় ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ কাটা হয়েছে পাকিস্তানের। বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, "বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের পর আরও এক ওভার বল করে পাকিস্তান। তাই ম্যাচ ফির পাঁচ শতাংশ কাটা হয়েছে।" আইসিসির ম্যাচ রেফারির এলিট প্যানেলের সদস্য অ্যান্ডি পাইক্রফ জানান, আইসিসির কোড অফ কনডাক্টের ২.২২ আর্টিক্যালের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে পাক দল। পাক অধিনায়ক রিজওয়ান এই পেনাল্টি স্বীকারও করে নেন।

বুধবার করাচি স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৬০ রানে পরাস্ত হয় পাকিস্তান। ৩২০ রান তাড়া করতে নেমে ২৬০ রানেই শেষ হয়ে যায় বাবরদের ইনিংস। হারের পর আবার পাক শিবির বড় ধাক্কা খায় ফখর জামানের খবরে। হাঁটুতে চোট পাওয়ায় গোটা টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেলেন পাক ওপেনার। তাঁর পরিবর্তে দলে যোগ দিয়েছেন ইমাম-উল-হক। অর্থাৎ রবিবার ভারতের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের আগে নতুন করে দল সাজাতে হবে রিজওয়ানকে।

পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে চিন্তা নেই শামির

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জিতে শুরু করেছে ভারত। দুবাইয়ে সেই ম্যাচে ৫ উইকেট নেন মহম্মদ শামি। পরের ম্যাচ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই ম্যাচ নিয়ে বাড়তি কোনও চিন্তা নেই শামির। আর পাঁচটা সাধারণ ম্যাচের মতোই দেখছেন এই ম্যাচটিকে। জানালেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেট নিয়ে কার উদ্দেশে উড়ন্ত চুম্বন ছুড়ে দিয়েছিলেন তিনি।

চোটের কারণে ২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপের পর থেকে খেলতে পারছিলেন না শামি। এই বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হয় তাঁর। তার পরেই জায়গা করে নেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে। জসপ্রীত বুমরাহহীন ভারতীয় দলের বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব এখন শামির কাঁধেই। তবে পাকিস্তান ম্যাচে বাড়তি কিছু করতে যাবেন না বলেই জানিয়েছেন। শামি বলেন, "একটা ম্যাচ জেতার পর আলাদা কিছু করার মানসিকতা থাকা উচিত নয়। যে ভাবে একটা ম্যাচ জিতেছি, সেটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করা উচিত। আইসিসি প্রতিযোগিতা বা আন্তর্জাতিক ম্যাচ ভেবে বাড়তি চাপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। আমি সব সময় নিজের উপর বিশ্বাস রাখি এবং নিজেকে উদ্বুদ্ধ করি। তাই কোনও ম্যাচের জন্য আলাদা মানসিকতার প্রয়োজন হয় না।"

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নিয়ে আকাশের দিকে চুম্বন ছুড়ে দেন শামি। ম্যাচের পর তিনি বলেন, "ওই চুমু আমার বাবার জন্য। বাবা আমার আদর্শ।" ২০১৭ সালে শামির বাবা তৌসিফ আলির মৃত্যু হয়। হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি।

২০২৩ সালে এক দিনের বিশ্বকাপে ২৪টি উইকেট নিয়েছিলেন শামি। মাত্র সাতটি ম্যাচ খেললেও তিনিই ছিলেন প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। আরও এক বার আইসিসি প্রতিযোগিতায় খেলতে নেমে প্রথম ম্যাচেই ৫ উইকেট নিয়েছেন শামি। তিনি বলেন, "আইসিসি প্রতিযোগিতায় আমি রান দিলেও পরোয়া করি না। শুধু উইকেট নেওয়াই আমার লক্ষ্য। সেই চেষ্টাই করি। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে প্রতি দিন আট ঘণ্টা কাটাতাম। আমার মধ্যে খিদেটা রয়েছে। খিদে না থাকলেও কখনও লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব নয়।"

চোট সারিয়ে ফিরে বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছিলেন শামি। সেটাই তাঁকে তৈরি হতে সাহায্য করেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ম্যাচে বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করে ২২৮ রান তোলে। ভারত ২১ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয়।

নিজের জন্য খেলেছেন বাবর !

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দেশের মাটিতে প্রথম ম্যাচেই হেরে গিয়েছে পাকিস্তান। সেই ম্যাচে সমালোচনার মুখে পড়েছে বাবর আজমের ধীর গতির ইনিংস। ম্যাচের পর বিভিন্ন মহলে সমালোচিত হচ্ছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক। তিনি নিজের জন্য 'স্বার্থপরের' মতো খেলেছেন অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা।

বাবর ৯০ বলে ৬৪ করেন। অর্ধশতরান করতে সময় নেন ৮১ বল। তাঁর খেলার মধ্যে কোনও পরিকল্পনাও দেখা যায়নি। কাকে আক্রমণ করবেন, কাকে ধরে খেলবেন সেটাও বুঝতে পারছিলেন না। তাই বল নষ্ট করেছেন।

পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রম অত্যন্ত বিরক্ত। বলেছেন, "আমি চাই না দলের প্রধান ক্রিকেটার ৯০ বলে ৬০ রান করুক। তার থেকে ৩০ বলে ৩৫ রান করলেও চলবে। এখনকার দিনে এত ধীর গতির খেলা চলে না।"

চেতেশ্বর পুজারার মতে, বাবরের খেলায় কোনও আগ্রাসন ছিল না। গন্ডগোল ছিল পায়ের নড়াচড়াতেও।

চাপে পড়ে শুভমনকে বার্তা পাঠাতে হয়েছিল গম্ভীরকে

অপর প্রান্তে উইকেট পড়লেও ধৈর্য হারাননি তিনি। ওপেন করতে নেমে শেষ পর্যন্ত ব্যাট করেছেন। দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শতরানের ইনিংস খেলেছেন শুভমন গিল। ব্যাট করার সময় সাজঘর থেকে তাঁকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। কী বলেছিলেন কোচ?

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২২৯ রান তাড়া করতে নেমে একটা সময় চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। ১৪৪ রানে ৪ উইকেট পড়ে গিয়েছিল। তখনও জিততে ৮৫ রান দরকার ছিল। সেই সময় আর একটি উইকেট পড়লে চাপ আরও বাড়ত। সেই কারণেই শুভমনকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন গম্ভীর। ম্যাচ শেষে সে কথা জানিয়েছেন শুভমন। তিনি বলেন, "একটা সময় আমাদের উপর চাপ বেড়ে গিয়েছিল। তখন সাজঘর থেকে বার্তা পাঠানো হয় যে আমাকে শেষ পর্যন্ত ব্যাট করতে হবে। সেটাই করেছি।" অর্থাৎ, কোচের নির্দেশ পালন করেছেন ভারতের সহ-অধিনায়ক।

নিজের স্বাভাবিক খেলা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন শুভমন। বড় শট কম খেলেছেন। দৌড়ে রান নিয়েছেন বেশি। ১২৬ বলে শতরান করেছেন। ২০১৯ সালের পর কোনও আইসিসি প্রতিযোগিতায় এটি কোনও ভারতীয় ব্যাটারের করা সবচেয়ে মন্থর শতরান। কিন্তু তার পরেও এই শতরানকে অনেকটা এগিয়ে রাখছেন শুভমন। তিনি বলেন, "এটা আমার কেরিয়ারের অন্যতম সেরা ইনিংস। কোনও আইসিসি প্রতিযোগিতায় এই প্রথম শতরান করলাম। নিজের খেলায় আমি খুব খুশি।"

দুবাইয়ের উইকেটে রান তাড়া করা যে সহজ হবে না তা ব্যাট করতে নেমেই বুঝে গিয়েছিলেন শুভমন। তাই পরিকল্পনা বদল করতে হয়েছিল। তিনি বলেন, "আমি আর রোহিত ভাই ব্যাট করতে নেমে বুঝতে পেরেছিলেন কাট-পুল মারা সহজ হবে না। উইকেটে পড়ে বল আরও মন্থর হচ্ছিল।

তাই পেসারদের বিরুদ্ধে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে খেলছিলাম। স্পিনারদের বিরুদ্ধে সামনের পায়ে খেলতে সমস্যা হচ্ছিল। তাই আমি আর বিরাট ভাই ঠিক করি, যতটা পারব পিছনের পায়ে খেলব। দৌড়ে রান নেওয়ার দিকে বেশি নজর দিয়েছিলাম। নইলে চাপ আরও বাড়ত।"

১২৯ বলে ১০১ রানের ইনিংসে ন'টি চার ও দু'টি ছক্কা মেরেছেন শুভমন। সেই দু'টি ছক্কার মধ্যে কোনটি তাঁর বেশি ভাল লেগেছে? কাউকে এগিয়ে রাখেননি ভারতীয় ব্যাটার। শুভমনের জবাব, "একটা ছক্কা আমার উপর থেকে চাপ কমিয়েছিল। আর একটা ছক্কা শতরানের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তাই দুটোর গুরুত্বই আমার কাছে সমান।"

সহজ ক্যাচ ফস্কানোর খেসারত দিতে তৈরি রোহিত

অক্ষর পটেলের বলে ক্যাচ ফস্কেছিলেন রোহিত শর্মা। সেটা ছিল হ্যাটট্রিকের সুযোগ। কিন্তু রোহিত সহজ ক্যাচ ফস্কানোর কারণে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মঞ্চে হ্যাটট্রিক করার সুযোগ হারান অক্ষর। ম্যাচ শেষে রোহিত জানান অক্ষরকে নৈশভোজে নিয়ে যাবেন।

রোহিত স্বীকার করেন ক্যাচটি সহজ ছিল। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, "সহজ ক্যাচ ছিল। আমার ক্যাচটা ধরা উচিত ছিল। তবে আমি এটাও জানি যে ম্যাচের মধ্যে কখনও কখনও এমন হয়ে যায়। আমি নিশ্চয়ই অক্ষরকে খাওয়াতে নিয়ে যাব।"

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচে নবম ওভারে বল করতে এসেছিলেন অক্ষর। সেই ওভারেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বলে তিনি তানজিদ হাসান এবং মুশফিকুর রহিমকে আউট করেন। দু'টি ক্ষেত্রেই ব্যাটে খোঁচা লেগে বল চলে যায় উইকেটরক্ষক লোকেশ রাহুলের হাতে। হ্যাটট্রিকের সুযোগ ছিল অক্ষরের কাছে। কিন্তু চতুর্থ বলে ব্যাটার জাকের আলির ব্যাটে খোঁচা লেগে বল চলে যায় স্লিপে দাঁড়ানো রোহিতের কাছে। সহজতম সুযোগ ছিল সেটি। বল সোজা রোহিতের হাতে আসছিল। কিন্তু রোহিত ক্যাচ ধরতে পারেননি। তাঁর হাত থেকে পড়ে যায় বল। রোহিত সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন কত বড় ভুল করে ফেলেছেন। মাটিতে চাপড় মারতে থাকেন তিনি হতাশায়। পরে উঠে দাঁড়িয়ে অক্ষরের কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চান। শূন্য রানে প্রাণ ফিরে পাওয়া জাকের ৬৮ রান করেন।

রোহিত খুশি শুভমন গিলের ইনিংস দেখে। তিনি বলেন, "শুভমন কোন মাপের ক্রিকেটার আমরা জানি। ওর এই ইনিংস অবাক করে দেওয়ার মতো নয়। শুভমনকে শেষ পর্যন্ত ব্যাট করতে দেখে ভাল লাগল।" ১২৫ বলে শুভমনের করা শতরান যথেষ্ট মন্থর। কিন্তু বৃহস্পতিবার এই ইনিংসটা প্রয়োজন ছিল। তিনি এক দিক ধরে রেখে রান না করলে ভারতীয় দল যথেষ্ট সমস্যায় পড়ত। তিনি শেষ পর্যন্ত ছিলেন বলে ভারত ২১ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নিল।

নিজেই অবাক পাকিস্তানের অলরাউন্ডার !

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক রান করেছেন তিনি। ৪৯ বলে তাঁর ৬৯ রানের ইনিংসও দলকে বাঁচাতে পারেনি। রান করা তো দূর, তিনি কোন যুক্তিতে খেলছেন সেটাই বুঝতে পারছেন না খুশদিল শাহ। পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে জায়গা পেয়ে অবাক তিনি।

নিউ জিল্যান্ড ম্যাচের পরে খুশদিল বলেন, "আমি নিজেই জানি না কী ভাবে পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে জায়গা পেলাম। গত দু'বছর ধরে নির্বাচকেরা আমার দিকে তাকায়নি। এ বার কোন যুক্তিতে আমাকে নেওয়া হল জানি না।"

পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে ফাহিম আশরফ ও খুশদিলের জায়গা পাওয়া নিয়ে বিতর্ক চলছে। ওয়াসিম আক্রমের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারও অবাক হয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন, এত দিন এক দিনের ক্রিকেট না খেলে কী ভাবে সরাসরি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো প্রতিযোগিতায় জায়গা পেয়েছেন দুই ক্রিকেটার। বুধবারের ম্যাচে খুশদিলকে গ্যালারি থেকে বিদ্রুপও করেছেন দর্শকেরা।

বিদ্রুপ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না খুশদিল। তিনি আপাতত নিজের খেলার দিকেই নজর দিয়েছেন। খুশদিল বলেন, "আমি সমালোচনা, বিদ্রুপ নিয়ে মাথায় ঘামাই না। কারণ, মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় না। আমি চাই ভাল খেলে দলকে জেতাতে। তা হলেই সকলে জবাব পেয়ে যাবে।"

২০২০ সালের নভেম্বর মাসে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে এক দিনের ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল খুশদিলের।

পাঁচ বছরে মাত্র ১৪টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের পর থেকে পাকিস্তানের হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে সুযোগ পাননি খুশদিল। সেই কারণেই হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে সুযোগ পেয়ে অবাক হয়েছেন তিনি।

মায়ামিকে জেতাল লিয়োর ডান পা

লিয়োনেল মেসি আবার ত্রাতার ভূমিকায়। কঠিন পরিস্থিতিতে দলকে জিতিয়েছেন তিনি। কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে কানসাস সিটির বিরুদ্ধে ইন্টার মায়ামির হয়ে একমাত্র গোল করেছেন মেসি। চার ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ডান পায়ের শটে গোল করেছেন তিনি।

কানসাস সিটির বিরুদ্ধে খেলা হওয়ার কথা ছিল ভারতীয় সময় বুধবার ভোরে। কিন্তু খেলার দিন সেখানে ঝড়ের পূর্বাভাস ছিল। সেই কারণে খেলা ২৪ ঘণ্টা পিছিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার ভোরে হয় খেলা। কিন্তু তখনও পরিবেশ খেলা অনুকূল ছিল না। তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রত্যেক ফুটবলারকে হাতে গ্লাভস পরে খেলতে হয়। তাঁদের গলাও ঢাকা ছিল।

পরিস্থিতি কঠিন থাকায় খেলতে সমস্যা হচ্ছিল ফুটবলারদের। মাঠে বল ধরে রাখতে সমস্যা হচ্ছিল। প্রথমার্ধে গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৬ মিনিটের মাথায় মাঠমাঠ থেকে একটি বল পান মেসি। বল নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন তিনি। তখন তাঁর কাছে কানসাস সিটির চার ডিফেন্ডার।

তাঁরা ভেবেছিলেন মেসি বাঁ পায়ে শট মারার চেষ্টা করবেন। তিনি তা করেননি। ড্রিবল করে চার ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ডান পায়ে মাটিঘেঁষা শট মারেন। বল বাঁচাতে পারেননি কানসাস সিটির গোলরক্ষক। সেই গোলেই ম্যাচ জেতে মায়ামি।

কানসাস সিটিকে তাদের মাঠে হারিয়ে ভাল জায়গায় মায়ামি। কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে আগামী মঙ্গলবার নিজেদের ঘরের মাঠে কানসাস সিটির বিরুদ্ধে খেলবে মায়ামি। সেই ম্যাচ ড্র করতে পারলেই প্রতিযোগিতার শেষ ষোলোয় নিজেদের জায়গা পাকা করে ফেলবেন মেসিরা।

সচিনকে ছাপিয়ে নজির রোহিতের

দরকার ছিল ১২ রান। এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১১ হাজার রান পূর্ণ করতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১২ রান দরকার ছিল রোহিত শর্মার। সেই রান করতে ১৪ বল লাগল তাঁর। ভারতের ইনিংসের চতুর্থ ওভারেই নজির গড়লেন রোহিত। দ্বিতীয় দ্রুততম ক্রিকেটার হিসাবে এই কীর্তি গড়লেন তিনি।

চতুর্থ ওভারের পঞ্চম বলে মুস্তাফিজুর রহমানকে মিড অনের উপর দিয়ে চার মারেন রোহিত। এই বাউন্ডারির সঙ্গে ১১ হাজার রান পূর্ণ হয় তাঁর। ২৬১ ইনিংসে ১১ হাজার রান হল রোহিতের। সচিন তেন্ডুলকর ১১ হাজার রান করতে ২৭৬ ইনিংস নিয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি: আজ মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার সাথে সাক্ষাৎ করেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা ডাঃ অর্চনা মজুমদার। আজ সামাজিক মাধ্যমে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি লেখেন, রাজ্য সরকার কর্তৃক নারী ক্ষমতায়নে গৃহীত পদক্ষেপ ও নারী সুরক্ষা ও অধিকার সুনিশ্চিত করার বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের মাঝে আলোচনা হয়েছে।

গজরাজে এসে গুজরাটে কনে নিয়ে গেলেন বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২১ ফেব্রুয়ারি: গজরাজে এসে গুজরাটে কনে নিয়ে গেলেন বর। বিয়ের এই বিরল দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করলেন অনেকেই। ত্রিপুরার কুমারঘাটে হাল আমলে হাতীর পিঠে চড়ে বরের বিয়ের ঘটনা যেন জীবন্ত করলো অতীতের রাজকীয় বিয়েকে। গজরাজে চেপে একেবারে রাজকীয় কায়দায় বিয়ে করতে গেলো বর। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সাধারন মানুষ উপভোগ করলেন পুরনো আমলের রজকীয় বিয়ের সেই দৃশ্য।এসব এখন অতীত হওয়াতে সতিশ সিং আর প্রিয়াঙ্কার এই বিয়ে খবরের প্রতিবাদ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে হওয়া এই বিয়েকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের উৎসুকতাও ব্যাপক। গুজরাটী বর সতীশ কুমার রাজপুতের সঙ্গে বিয়ে হয় ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভার বাঙালী কন্যা প্রিয়াঙ্কা ঘোষের। নববধূ প্রিয়াঙ্কা গুজরাটে একটি বেসরকারী কোম্পানিতে চাকুরি করার সুবাদে পরিচয় হয় দুজনের। তাদের মধ্যে হয় ভালোবাসার সম্পর্ক। এরপরই একেবারে দেশের দুই প্রান্তের দুজন পারিবারিক সম্মতিতে বসলেন বিয়ের পিড়ীতে। আর জীবন সাথীকে নিয়ে যেতে একেবারে রাজকীয়ভাবে বিয়েবাড়ী পৌঁছালো হিন্দীভাষী দামান।

হাতীর পিঠে চড়ে পুরনো সেই রাজকীয় কায়দায় শশুর বাড়ীতে পা রাখলেন বর। বরের পেছন পেছন হাল আমলের ব্যাণ্ডপার্টী আর ডিজের তালে পায়ে হেটে বিয়েবাড়ী গেলেন বরযাত্রীরাও। দুজনের শুভ পরিণয়ে গজরাজকেও এদিন সাজানো হয়েছিলো অপরূপ সাজে। আর সজ্জিত সেই হাতী বরকে নিজের পিঠে চড়িয়ে পৌছে দিয়ে আসলো একেবারে ছাদনা তলায়। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে পুরনো আমলের সেই রাজা বাদশাদের বিয়ের কাহিনী যেমন খুঁজে পেলেন প্রবীনরা তেমনি নবিনদের কাছেও এছিলো এক অন্য আকর্ষন। বর সতিশ কুমার রাজপুত জানালেন, মেয়ের পরিবারের লোকজন চাইছিলেন মেয়ের জন্মস্থানে হোক বিয়ের অনুষ্ঠান তাই বরযাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌছলেন বর। এতো দূরে বিয়েতে আসা তাদের জন্য কোন বড়ো বিষয় ছিলোনা বলেই জানালো বর। পরে বিয়ে বাড়ীর ছাদনা তলায় সাতপাকে বাঁধা পড়লেন বরকণে। উভয় পক্ষের লোকজনও চুটিয়ে মাতলেন বিয়ের আনন্দে। প্রাচীনকালে নববধূকে পালকিতে চাপিয়ে ঘরে তোলা বা হাতীর পিঠে চড়ে বরের বিয়ে করতে যাওয়ার মতো বিষয় এখন আর চোখে পড়েনা কারোরই। স্বাভাবিকভাবেই কুমারঘাটের মতো ছোট্ট শহরে হাতীর পিঠে চড়ে বরের বিয়ে করতে যাওয়ার বিষয়টি মুহূর্তেই হুহু করে ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। হাতীর পিঠে বরের যাত্রার এই বিরল ঘটনাটি বর্তমান সময়ে বেশ সাড়া ফেলেছে শহরে।

পি.এম সূর্যঘর মুফত বিজলী যোজনার মাধ্যমে নতুন যুগের সূচনা: মেয়র

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি: পি.এম.সূর্য্যঘর মুফত বিজলী যোজনার মাধ্যমে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। আজ ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগম ও ত্রিপুরা শহুরে জীবিকা মিশনের সহযোগিতায় আগরতলা পুর নিগম কর্তৃক আয়োজিত সিটি সেন্টারস্থিত সেন্ট্রাল জোনাল অফিসে "জনসচেতনতা ও নিবন্ধীকরণ" শিবিরে অনুষ্ঠিতে একথা বলেন পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। পাশাপাশি এদিন ৩-টি স্বসহায়ক দলকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করে অর্থরাশি তুলে দেওয়া হয়েছে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট্রাল জোনাল চেয়ারম্যান রত্না দত্ত ও মেয়র ইন পারিষদ ও সেন্ট্রাল জোনাল সকল কর্পোরেটেরগন ও দপ্তরের আধিকারিকগন।

বড় ভাইয়ের মরদেহকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ছোট ভাইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ২১ ফেব্রুয়ারি: ২০ ফেব্রুয়ারী বড় ভাইয়ের মরদেহকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ছোট ভাইয়ের। ঘটনাটি ঘটেছে উওর জেলার পানিসাগর থানাধীন দেওছড়া গ্রামে। বড় ভাইয়ের মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় ছোট ভাইয়ের।

জানা গেছে সুকেশ দেবনাথ বিগত কিছু দিন যাবৎ মেঘালয়ের শিলংস্থিত নিগ্রিম মেডিকেল কলেজে কিডনি এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন।এমতাবস্থায় ১৯শে ফেব্রুয়ারী দুপুর ১.৩০ মিনিট নাগাদ চিকিৎসাধীন অবস্থায় কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সকল ধরনের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিলো ৬৩ বৎসর। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী সহ এক কণ্যা ও এক পুএ,জামাতা এবং পুরবধূ,নাতি নাতনি সহ অসংখ্য আত্মীয় পরিজন।প্রয়াত সুকেশ দেবনাথ ছিলেন বিগত মন্ত্রী সভার সদস্য প্রয়াত রামকুমার নাথের জ্যেষ্ঠপুএ। এছাড়াও তিনি ছিলেন সিপিআইএম উওর ত্রিপুরা জেলা কমিটির সদস্য, পানিসাগর মহকুমা সম্পাদক মন্ডলির সদস্য,সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের জাতীয় পরিষদের সদস্য,ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের উওর ত্রিপুরা জেলা কমিটির সভাপতি, উওর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহ সভাধিপতি,দেওছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান। ২০ ফেব্রুয়ারি সকাল ৬.৩০ মিনিটে প্রয়াত সুকেশ দেবনাথ এর মরদেহে নিয়ে আসা হয় পানিসাগরে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো বড় ভাইএর মৃতদেহ সমাধিস্থ হবার পূর্বেই দুপুর ১২.৩০ মিনিট নাগাদ ছোট ভাই ভূপেশ দেবনাথ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আকস্মিকভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে আসা হয় তিলথৈ প্রাথমিক হাসপাতালে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক পরিক্ষা নিরিক্ষা করে তাকে মৃত বলে ঘোষনা করে। একসঙ্গে দুই ভাইয়ের মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া বিরাজ করছে।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী : কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় একলব্য পরিসরে অন্তত উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে মুখ্যাতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. তুহিনা মন্ডল। ভাষাগত বৈচিত্র্য ও বহুভাষিকতার স্বীকৃতি ও প্রচারের জন্য এই দিনটি প্রতিপালিত করা হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা, শিক্ষার উন্নতি, এবং আরও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে ভাষা সংরক্ষণের গুরুত্বের উপর গুরুত্বারোপ করেন মুখ্যতিথি। বিশ্বজুড়ে মাতৃভাষা সংরক্ষণ এবং প্রচারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ভাষা কেবল যোগাযোগের একটি অংশ নয়, এটি আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ও বহন করে থাকে। সারস্বত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বি. পি.এম শ্রীনিবাস। প্রফেসর অবধেস কুমার চৌবে মহোদয়, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত নির্দেশক, একলব্য পরিসর, (ত্রিপুরা) আজকের এই অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষতা করেন। এই অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষার পাশাপাশি ওড়িয়া, অসমীয়া, ককবরক, কন্নড়, তামিল, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় একলব্য পরিসরের অধ্যাপক অধ্যাপক অধ্যাপিকারা সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখেন। তাছাড়া এখনো তো পরিসরের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা বাংলা, ককবরক, বিহু, ওড়িয়া নৃত্য পরিবেশিত হয়েছে।

আজকের এই অনুষ্ঠানের সহ সমন্বয়ক তথা ধর্মশাস্ত্র বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌম্যজ্যোতি সাহা মহোদয় স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন এবং সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক তথা বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. বীণাপাণি চন্দ মহোদয়া এই অনুষ্ঠানে একলব্য পরিসরের সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা, কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। শান্তি মন্ত্রের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সূচিত হয়।

কুমারঘাটে পরীক্ষা কেন্দ্রের আশেপাশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে শুরু হয়ে ২২ মার্চ, ২০২৫ পর্য্যন্ত চলবে। এই পরীক্ষা কুমারঘাট মহকুমার ৭টি বিদ্যালয় যথা- রামগুণা চৌধুরী পাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, নবীনছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, রাইতুইসা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, কুমারঘাট উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, পূর্ব কাঞ্চনবাড়ি হাইস্কুল ও পিএম-শ্রী হাজিবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।পরীক্ষার সময়কালে শান্তি ও সুস্থিতি বজায় রাখতে কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক এক আদেশবলে পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশ এলাকায় 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা-২০২৩' আইনের ১৬৩ ধারা জারি করেছেন। সেই অনুযায়ী পরীক্ষা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি একসাথে মিলিত হতে পারবেন না। এছাড়া লাউড স্পিকার ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে আইন প্রণয়ণকারী সংস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, জরুরী পরিষেবা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে কর্মীদের চলাচলের ক্ষেত্রে এই আইন কার্যকর হবে না। জরুরী সরকারি কাজের পরিষেবা প্রদান ও মুমূর্ষ রোগীর তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্রদানের চলাচলের ক্ষেত্রেও এই আইন কার্যকর হবে না। এই আইন আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বলবৎ হয়ে ২২ মার্চ, ২০২৫ বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত জারি থাকবে। আইন ভঙ্গকারীরা 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-২০২৩' আইনের ২২৩ ধারা অনুযায়ী শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবেন।

সিবিএসই বোর্ডের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অভিনব কায়দায় শুভেচ্ছা এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যানপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি: সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর দিন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কল্যাণপুর নগর শাখা এক অভিনব কায়দায় পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানালো। শুক্রবার ছিল পদার্থবিদ্যার পরীক্ষা। কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ১১০ জন পরীক্ষার্থী এ বছর প্রথম দিনে পরীক্ষায় বসে। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের আগেই ছাত্র ছাত্রীদের উপর ফুল ছিটিয়ে, চন্দন এর টিপ দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। ছাত্রছাত্রীদের একটি করে কলম ও উপহার দেওয়া হয়। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তরফে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর নগর শাখার সম্পাদক সাগর দেবনাথ, কল্যাণপুর স্কুল ইউনিট এর সম্পাদক কৃষান পাল।

পরীক্ষা কেন্দ্রের সন্নিহিত ব্যবসায়ী এবং পথচারীরা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর এই ধরণের অভাবনীয় উদ্যোগ এর প্রশংসা করেন। হাসিমুখে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে পরীক্ষার্থীরাও।

সোনামুড়ায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি: আজ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্য্যাদায় সোনামুড়ায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় স্থানীয় বীর মেমোরিয়াল পার্কে ওই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সারদা চক্রবর্তী, ভাইস -চেয়ারপার্সন শাহজাহান মিয়া, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সদস্য মীনাক্ষী দাস,তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মহকুমা আধিকারিক তুহিন আইচ প্রমুখ। এদিন প্রথমেই ভাষা শহীদদের স্মরণে শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা। এরপর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। তাছাড়া, দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আলোচনা ভাইস -চেয়ারপার্সন শাহজাহান মিয়া ও মহকুমা তথ্য আধিকারিক তুহিন আইচ।

কিষান সম্মান নিধির ১৯ তম কিস্তি

রাজ্যের কৃষকরা পাবেন ৫০.৮৬ কোটি টাকা ঃ কৃষিমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি : সারা দেশের ৯ কোটি ৭০ লক্ষের অধিক কৃষকের কাছে প্রধানমন্ত্রী ২২ হাজার কোটি টাকা কিষান সম্মান নিধির ১৯তম কিস্তি বাবদ মিটিয়ে দেবেন। তাতে, ত্রিপুরার ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩১৫ জন কৃষকের ঘরে ৫০ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা পৌছে যাবে। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি বিহারের ভাগলপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিষান সম্মান সমারোহে কৃষক কল্যাণে আবারও অর্থ পাঠাবেন। আজ মহাকরণে নিজ অফিস কক্ষে এই সংবাদ জানিয়েছেন ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর কথায়, কৃষকের আর্থিক প্রগতির লক্ষ্যে এই পর্য্যন্ত ১৮টি কিস্তিতে ত্রিপুরায় ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৭০ জন কৃষক ৭৯১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা পেয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় মোট বুমই রয়েছে ৬০ লক্ষ ৬২ হাজার কানি। তার মধ্যে ২৯ লক্ষ কানিতে ফসল উতাদিত হয়। তার মাত্র ১৫ লক্ষ কানিতে ধান চাষ হচ্ছে। তাঁর কথায়, সারা দেশের নিরিখে ত্রিপুরায় ভূমির পরিমাণ কম। তা সত্বেও দক্ষিণ, গোমতী এবং সিপাহিজলা জেলা খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়েছে। তিনি বলেন, খোয়াই এবং ধলাই জেলাও খাদ্যে স্বয়ম্ভরের খুব কাছাকাছি পৌছে গেছে। কিন্তু, উত্তর এবং পশ্চিম জেলা সে-দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। তাঁর দাবি, ঊনকোটি জেলা ধিরে ধিরে খাদ্যে স্বয়ম্ভর হওয়ার দিকে এগুচ্ছে।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রীর মতে, কৃষকের আয় যদি না বাড়ে তাহলে আগামীদিনে দেশ সংকটের মুখে পড়বে। সেই চিন্তা থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিষান সম্মান নিধি চালু করেছিলেন এবং তার সুফল মিলেছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় এখন পর্য্যন্ত ১৮টি কিস্তিতে ২ লক্ষ ৭৭ হাজার কৃষক কিষান সম্মান নিধির ৭৯১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা পেয়েছেন। এ-বিষয়ে বছর ভিত্তিক তথ্যও তুলে ধরে তিনি জানান, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৮৭১ জন কৃষক ৩০ কোটি ৩৭ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭০৭ জন কৃষক ১১৩ কোটি ২৯ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা, ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৯১৫ জন কৃষক ১২৯ কোটি ২৬ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা, ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫২২ জন কৃষক ১৩৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬৯ জন কৃষক ১৪৮ কোটি ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৯০৭ জন কৃষক ১৩১ কোটি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্গা চৌমুহনী বাজার সম্পাদকের বিরুদ্ধে সরব অন্যান্য ব্যবসায়ীরা

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি: সামনেই আসন্ন দুর্গা চৌমুহনী বাজারের নির্বাচন। তার ঠিক আগ মুহুর্তে বাজার সম্পাদক তাপস ঘোষের বিরুদ্ধে উঠে এসেছে একাধিক অভিযোগ। বাজারের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এমনকি বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকারও অভিযোগ তুলেছেন। উল্লেখ্য, দুর্গা চৌমুহনী বাজারের বর্তমান সম্পাদক তাপস ঘোষ। তিনি প্রাক্তন টিসিএ সম্পাদকও বটে। বহুদিন ধরেই তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক কেলেঙ্কারির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। কসবা কালীবাড়ির দিঘি থেকে মাছ চুরি, এক মাংস বিক্রেতা থেকে ৩ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ এমনকি ভুয়া সদস্যপদ করারও অভিযোগ রয়েছে উনার বিরুদ্ধে। দুদিন আগে বাজারের প্রাক্তন সভাপতির সাথেও দুর্ব্যবহার করেছেন তিনি, এমনটাও অভিযোগ রয়েছে। এদিকে, সামনেই দুর্গা চৌমুহনী বাজারের নির্বাচন। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য বটতলা বাজার কমিটির উপরে নির্বাচন পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন বাজার সম্পাদক। কিন্তু অন্যান্য ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বটতলা বাজার কমিটি নিজেদের বাজারে নির্বাচন পরিচালনা করেনি কখনো। তাই তাদের অভিজ্ঞতাও নেই। এমন অবস্থায় বটতলা বাজার কমিটির কাছে অন্য বাজারের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তর মানে তাপস ঘোষের নির্বাচনে জিতার এক কৌশলমাত্র। এমনটাই মনে করছেন অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। তাই বাজারের হিতে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাপস ঘোষের বিরুদ্ধেই তাদের মতামত প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এমনটাই দাবি বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের।

উদয়পুরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জমি পরিদর্শনে মন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ ফেব্রুয়ারি: শেষ পর্য্যন্ত উদয়পুরবাসীর দাবি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে ভারত সরকার। শীঘ্রই উদয়পুরস্থিত বনদোয়ার পিটিআই কলেজ ক্যাম্পাসে শুরু হচ্ছে বিদ্যালয়ের কাজ। শুক্রবার স্থানটি পরিদর্শন করলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

২০১৩ সাল থেকে উদয়পুরে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন উদয়পুরবাসী। আর স্থানীয়দের দাবি মোতাবেক এনিয়ে বহুবার আন্দোলন করার পাশাপাশি উদয়পুরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য শিলচর কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউটে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন বর্তমান সরকারের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। শেষ পরান্ত উদয়পুরবাসির দাবিতে সীলমোহর দিয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে ভারত সরকার। খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এর কাজকর্ম শুরু হচ্ছে উদয়পুর বনদোয়ারে পিটিআই কলেজ ক্যাম্পাসে। তাই শুক্রবার স্থানটি পরিদর্শন করলেন রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান অস্থায়ীভাবে প্রাথমিকভাবে পলিটেকনিক কলেজ ক্যাম্পাসে শুরু হবে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এর কাজ। পরবর্তী সময়ে বনদোয়ারে খালি পড়ে থাকা সিআরপিএফ ক্যাম্পে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এর কাজ শুরু করা হবে। তবে সব কিছুই এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন করে কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ৪৫টি দল অংশ নেবে: পুলিশের মহানির্দেশক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি: আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে ৭৩তম বিএন মল্লিক স্মৃতি অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ। এই প্রতিযোগিতা চলবে ৭ মার্চ পর্য্যন্ত। ৪৫টি দল এতে অংশ নেবে। এরমধ্যে ৩৬টি পুরুষ ও ৯টি মহিলাদের নিয়ে গড়া দল। আজ সন্ধ্যায় রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভরঞ্জন এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, এই প্রথমবারের মতো ত্রিপুরায় সিনিয়র লেভেলে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। নির্বিঘ্নে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এই প্রতিযোগিতা সফল করে তোলার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক জানান, এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তের দল রাজ্যে আসা শুরু করে দিয়েছে। আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ৩১টি দল আগরতলায় এসে পৌঁছে গেছে। আগামীকালের মধ্যে অবশিষ্ট দলগুলিও পৌঁছে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি উমাকান্ত স্টেডিয়ামে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক জানান, ২৫টি রাজ্য, ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ৭টি কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে ১,৫০০-এর মতো ফুটবলার এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন। রাজ্যের ৫টি অ্যাস্ট্রোটার্ফ ফুটবল মাঠে প্রতিযোগিতার ম্যাচগুলি হবে। আগরতলার পাশাপাশি জিরানীয়া, মোহনপুর, জম্পুইজলা এবং উদয়পুরে পুরুষ ও মহিলা ফুটবলাররা তাদের ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করবেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্য্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন এমন বেশ কয়েকজন এই খেলোয়াড়দের মধ্যে থাকবেন। উদ্বোধন ও সমাপ্তি ম্যাচ হবে উমাকান্ত স্টেডিয়ামে। লিগ কাম নক আউট পর্য্যায়ে অনুষ্ঠেয় এই প্রতিযোগিতার নক আউট পর্য্যায়ের অধিকাংশ ম্যাচই হবে আগরতলায়। সব মিলিয়ে প্রতিযোগিতায় ১০২টি ম্যাচ হবে। এরমধ্যে পুরুষ ফুটবল টিম ৮১টি এবং মহিলা ফুটবল টিম ২১টিতে অংশ নেবে। বেশ কয়েকটি ম্যাচ দিনরাতের আলোয় খেলা হবে। উদ্বোধনী ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মিজোরাম উত্তরপ্রদেশের মুখোমুখি হবে। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক জানান, সবার সহযোগিতা নিয়ে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ম্যাচ পরিচালনা করার জন্য ৪০ জন রেফারি থাকছেন। এই প্রতিযোগিতা সবার জন্য উন্মুক্ত। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ম্যাচ উপভোগ করার জন্য তিনি ক্রীড়ামোদি দর্শকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক বলেন, এই ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ আরও শক্তিশালী হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2025 darpan print.pmd 2 2/22/2025, 1:05 AM